১২শ পর্ব্ব। ৬৯ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শান্তিপর্ব্বীয়
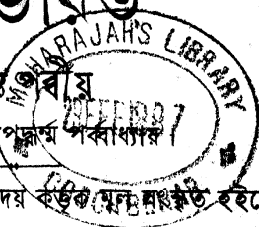
রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত

" এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রি স্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩

সম্বৎ ১৯৩০।

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কাল হরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মারে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবত সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিরে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মারে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক রোগ সমুদায় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত একান্ত অবসন্ন জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে। সূর্য্য স্বয়ং অজর; কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখ দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রি

ও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনাসমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফল সমুদায় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়মধারী কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সৎকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

আর দেখ, মানবদিগের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ব্ভ উৎপাদন না করিয়াই চ্যুতকুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ব্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকানেক কুলকামিনী পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ মাস গর্ব্ভধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে। কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে। আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের

শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ব্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ব্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মূত্র পুরীষের আধার গর্ব্ভমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ব্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ব্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশাসমুদায় দেহকেই আক্রমণ করে ; আত্মারে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্য লাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে ; কিন্তু চিকিৎসকগণ যাহার পর নাই যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটুকষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ মৃগপক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না ; অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থ শরীরে কাল হরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজা দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন।

এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর-তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্‌যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহ-লোকে কাহারেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না ; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহ-লোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথা-সাধ্য চেষ্টা করে ; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায় বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বিষম বৈল-ক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আরো-হণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করি-তেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে সমুদায় প্রাণীরেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয় ; অতএব তুমি

মোহবিহীন হইয়া প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিলে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বেদ-বিদ্যার অনুশীলনও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব অল্পায়াসসাধ্য নিত্যস্থান লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ স্থান কিরূপ? মহাত্মা শুকদেব এইরূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমারে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় না। অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের

সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুনর্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসমুদায়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মারে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, আকাশ, দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদায় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহারে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমারে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণনিষেবিত কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদ অবধি কেশাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে একমাত্র আত্মারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্ব্বাস্য হইয়া বিনীতভাবে কর চরণ সংযমন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মারে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, তপোধন! আপনি আমারে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতি লাভ করিব। দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যজ্বলনসঙ্কাশ মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আত্মময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহারে অব্যগ্রমনে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ

তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ লম্বিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ; ইনি কে ?

অনন্তর সেই পরম ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গভীর শব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ তাঁহারে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতিলাভ পূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন ; ইনি কোন্ দেবতা ? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন উর্ব্বশীপূর্ব্বচিত্তিরে কহিল, দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা ! ইনি পিতৃশুশ্রূষা দ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকাল মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইহাঁর পিতা ইহাঁরে কি রূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ,

চতুর্দ্দিক, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবরসমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করি-লেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকাননপ্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আমারে আহ্বান করিতে করিতে আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তোমরা সকলে সমাহিতমনে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটী অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিও। মহাত্মা শুকদেব এই ক কহিলে দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদীসমুদায় তাঁহা কহিল, মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, অ তাহাই সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস নারে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহাতপস্বী শুকদেব শৈলকাননপ্রভৃতিরে এইরূপ অনু-রোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ মহাত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত, দিগ্-দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে

লাগিল। বোধ হইল যেন, নির্ঘাতশব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের প্রভা একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র সুগন্ধ বারি বর্ষণ ও পবনদেব দিব্যগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তর দিকে হিমাচল ও মেরু পর্ব্বতের পরস্পরসংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রজতময় শতযোজনবিস্তীর্ণ ক[illegible]তি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হই-ক[illegible]ান। তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহারা [illegible]ার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া [illegible]রে পথ প্রদান করিল। শুকদেব অচিরাৎ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতাদিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়-নিবাসী যাবতীয় প্রাণী মুক্তকণ্ঠে দ্বৈপায়নতনয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবনযুক্ত অতিরমণীয় মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্ন অপ্সরোগণ বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধপ্রয়াণের বিষয়

অবগত হইয়া পুত্রস্নেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতা শূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগগতি-প্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমে আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণ-বার্ত্তা সবিশেষ অবগত হইয়া হা বৎস! হা বৎস! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত ত্রিলোক অনুনাদিত করিলেন। তখন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া পর্ব্ব-তাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সমুদায় বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল। সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এই রূপে শব্দাদি গুণসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক [illegible] লাভ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজা স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন পূর্ব্বক সেই হিমালয়প্রস্থদেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনী-তীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরোগণ তাঁহারে অবলোকন করিবামাত্র,

অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বসনগ্রহণে একান্ত তৎপর হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব তদ্দর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনারে বিষয়াসক্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান পিনাকপাণি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমারে তোমার প্রার্থনানুরূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ। নগর ও পর্ব্বত-সমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিতে পারিবে। ভগবান্ ভূতপতি ব্যাসদেবকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তিনি পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমারে ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী বেদব্যাস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া-

ছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণাবলম্বী হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করা তাঁহার আবশ্যক? লোকে মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানুসারে শতবর্ষেও ঐ সমুদায়ের উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণনারদসংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা আমারে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই

বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তৎ-কালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষ দ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগ-মন পূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন, আহা! এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব্ব অসুর, কিন্নর, ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগ-বান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। আজি সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির অনুগ্রহে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাত্মা নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্যা করিতেছেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইহাঁরা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহাঁ-দিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইহাঁরা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও

নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান পূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ, নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশন পুর্ব্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদায়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমারে নানা রূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমারেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়,বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত; পণ্ডিতেরা যাঁহারে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যাঁহা হইতে সত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা

সেই পরমাত্মারেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার প্রসাদে দৈব ও পৈত্র কার্য্যসমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবত নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহারে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যায়নিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহা পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন

তাঁহারা পরিণামে সেই পরম পদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদায় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভূ হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্য মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি। আমি সতত গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, অন্যায়লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্র স্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দানগ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই আদি দেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে। তখন মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে নিত্যধর্ম্মের রক্ষক ভগবান নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা

করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুকোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর দিকে শ্বেতনামে অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সুমেরু পর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উহাঁরা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও পাপবিরহিত। পাপাত্মারা উহাঁদিগকে অবলোকন করিলে তাহাদের নেত্র দগ্ধ হইয়া যায়। উহাঁদিগের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখাশতসংযুক্ত। উহাঁরা মান ও অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উহাঁদিগের মুষ্ক চারিটী, ক্ষুদ্র দন্ত ষাট্‌টী ও দীর্ঘ দন্ত আট্‌টী। ঐ সমস্ত অলৌকিকরূপযৌবনসম্পন্ন যোগপ্রভাবলব্ধবলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রিয়শূন্য, নিরাহার, স্পন্দবিরহিত, সুগন্ধযুক্ত শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কি রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সদ্গতিই বা লাভ হইবে? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হন? আপনি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন; অতএব এক্ষণে আমার এই

সংশয় ছেদ করুন। ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। উহাঁর তুল্য পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত উহাঁর সবিশেষ সখ্যভাব ছিল। ঐ মহীপাল পূর্ব্বে নারায়ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ ও দয়াবান ভূপতি অনাদি অনন্ত লোকস্রষ্টা দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তি-প্রদর্শন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণু-ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া উহাঁর সহিত এক-শয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন। রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্য বস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহারেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আলয়ে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন

করিতেন। ঐ মহীপাল যখন ধৰ্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যা বাক্য বিনিঃস্থত বা মনোমধ্যে কোনরূপ অসৎ কল্পনা সমুদিত হইত না। অতি অল্পমাত্র পাপ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ রাজা সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যে রূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উহাঁদিগের অষ্টম। ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ত্রিকালজ্ঞ সত্যধৰ্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাঁরা একমতাবলম্বন পূৰ্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীৰ্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমস্ত মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সরস্বতীরে উহাঁদের শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত উহাঁদের শরীরে প্রবেশ করেন। তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুগর্ব্ভ শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য্য হন। এই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিগণ এই ওঁঙ্কার স্বরসমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা এই যে লক্ষ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয়বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেই রূপ আমি কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। ইহাঁরা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ করিবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি পরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্য বিষয় সমুদায় বিশেষ রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র

প্রচার করিয়া পুত্র লাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন। উপরিচরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতননীতি শাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। পুরুষোত্তম নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গ মূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার সমর্পণ করিয়া তপোনুষ্ঠানার্থ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পৌরহিত্য গ্রহণ করিলে দেবগণ যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববিধি অনুসারে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন। উনি মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুধাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ব ও দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন। নরপতির আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহিংসাপরায়ণ ছিলেন, যে তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই; অরণ্যসম্ভূত বস্তু দ্বারায় যজ্ঞভাগ সমুদায় কল্পিত

হইয়াছিল। সংসারভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহারেই আত্মরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, মহারাজ! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা তিনি মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সমক্ষে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞে সমুদায় দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তখন মহারাজ উপরিচর ও সদস্য-গণ বৃহস্পতিরে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্রোধ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই উহাঁরে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই তাঁহারে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা

দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ঐ তপোনুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃত স্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহারে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপ নামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উহাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়বিহীন, স্পন্দহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিবে।

এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম; কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা সেই পরম পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা, কঠোর তপোবল না থাকিলে কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, এই বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। আমাদিগের ঐ তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভা-সম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তিরে তুল্যরূপ তেজঃ-সম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময় সেই শ্বেত-দ্বীপনিবাসী মহাত্মারা আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিব; এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃ-প্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এইমাত্র শব্দ আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমারে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ওষধি বহন করত প্রবাহিত

হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরম ভক্তি-সহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার মায়া-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনিসম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে একজনও আমাদিগের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এই রূপে আমরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে নিষণ্ণ হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, হে মুনিগণ! তোমারা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিলে, ইহাঁরা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য; ইহাঁরা ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন। তোমারা অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কর। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পরিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্য-যুগ অতীত হইয়া বৈবস্বত কল্পে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত

হইলে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহা-দের সহচর হইতে হইবে।

হে সুরাচার্য্য! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কি রূপে তাঁহারে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের স্থষ্টিকর্ত্তা, হব্যকব্যভোজী, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানব-গণের পূজিত।

হেধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরম সুখে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারারণের মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর অতিশয়

বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুরেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষত ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য-যুগ। এই যুগে পশু হিংসা করা কি রূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ?

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতে-ছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ ! এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎ-পর ; ফলত ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করি-বেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের

নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ। তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজি অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ প্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত

হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমারে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন, যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারারে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমারে কোন ক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তোমারে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমারে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে

এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চ কালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ প্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে ঐ রাজারে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিল। গরুড় পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপ শান্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট উপরিচর রাজার

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নারদ যেরূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে জপপরায়ণ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণ দ্বারা কখন তোমারে জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, উর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, সলিলপতি, পৃথিবীপতি ও দিক্পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ্য ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমারেই মহারাজিকাদিগণ চতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি যজ্ঞের প্রধান সাত ভাগ অধিকার করিয়া থাক। তুমি চতুর্দ্দশ যম,

যমপত্নী, চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমারে তুষিত ও মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমারেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদায় যজ্ঞভাগ অধিকার কর। তুমি দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর এই পঞ্চ কাল বিধাতার অধিপতি। পঞ্চরাত্র বেদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি বেদব্রত সমাপ্ত করিয়া অবভৃতে পূত হইয়াছ। লোকে তোমারে হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমারে অমৃতেশয়, হিরণ্যেশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মেশয় এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বক্সেন, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্কার, ওঙ্কার, তপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, দিগ্গজ, দিগ্ভানু, বিদিগ্ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্জ্যোতিষজ্যেষ্ঠ, সামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চ মহাকল্প, ফেনপাচার্য্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসঙ্খ্যাবিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরু-

ষ্টুত ও পুরুহুতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাচিকেত নামক অগ্নিতে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন। তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দয়াবাস, লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচন্দ্রক, হরিহয়, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতি কৃচ্ছ্র ও সর্ব্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, বেদক্রিয়, অজ, সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময়শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজা সমূহের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত; আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমারে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এইরূপ পরম গুহ্য নাম সমুদায় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যনেত্র অসংখ্যমস্তক অসংখ্যবাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার

সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীরের কোন স্থান চন্দ্রের ন্যায়, কোন স্থান অগ্নির ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল বৈদূর্য্য-মণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তহারের ন্যায়, বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি এক মুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ সমুদায়ে আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার করে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্র মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছে। চরণে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ রূপ দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহারে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমার দর্শনলালসায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আমারে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কেহই আমারে দেখিতে পায় না। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ; এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের গৃহে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদায় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজি আমি তোমার প্রতি নিতান্ত

প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব যদি তোমার কোন বরলাভের বাঞ্ছা থাকে, তাহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনারে দর্শন করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার অদ্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহার-বিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এই স্থানে অবস্থান করিলে ইহাদিগের বিঘ্ন হইতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্যত্র গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাত্মারা রজ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহনাই। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া অভিহিত হন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মারেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হন না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ জীবমাত্রেরই দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণের ভোক্তা;

কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্। তিনি নির্গুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। সমুদায় জগৎ সলিলে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

পৃথিবী, বায়ু আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীবভিন্ন শরীরস্থ বায়ু কোন ক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মারেই ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহারেই ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন ও প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনি-

রুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের স্থষ্টি হইয়াছে। আমিই এই স্থাবরজঙ্গ-মাত্মক সমুদায় জগতের স্থষ্টি কর্ত্তা। আমা হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর সমুদায় পদার্থের স্থষ্টি হইয়াছে। আমার ভক্তগণ মুক্ত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পণ্ডি-তেরা আমারেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্দন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমারে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ; কিন্তু বস্তুত আমার রূপ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমারে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডি-তেরা আমারেই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীবদৃশ্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মারে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধপ্রযুক্ত আমার ললাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণ পার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বাম পার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, সংযম, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি

পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিশ্রেষ্ঠ, ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সমুদ্রমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি যজ্ঞরূপী; পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন, আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহারে এই বলিয়া বর প্রদান করিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সমুদায় লোকের অধ্যক্ষতা ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যদ্বারাই নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা নির্দ্দেশ করিবে, তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে! আমি দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তুমি আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে। হে তপোধন! আমি ব্রহ্মারে এইরূপ বিবিধ বরপ্রদান পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম; অতএব নিবৃত্তি অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমারে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্য-মণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগ-বান্ হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগানুরক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করি-

তেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের স্থষ্টি হইবে। আমার আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারংবার এইরূপে স্থষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাহারে স্বস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সসাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহারে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুরে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপুবিনাশের পর বিরোচনের বলি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবেন্দ্র বলিরে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে একবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব।

তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। ঐ সময় একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিত মহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব লাভ করিবেন। উহাঁদিগের বংশে যে সকল বানর জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্য-কুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধ-নের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে আমি সুরবৈরী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মরু ও পীঠনামক অসুর-গণকে হনন করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণ-রাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্রবাহুসম্পন্ন বাণরাজারে পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অসুরকে সংহার করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় সমুদায় ভূপতির বিরোধী মহা-বলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অসুর গিরিব্রজের রাজা হইবে। সেই দুরাত্মা আমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া আমার বুদ্ধিপ্রভাবেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে। জরাসন্ধ বিনা-শের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা

অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভার হরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে। এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণ পূর্ব্বক প্রভূত কার্য্য সমাধান করিয়া স্বীয় লোক সমুদায় লাভ করিব। আমিই হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমিই তাহার উদ্ধার সাধন করি। বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রস্তুত হইয়াছে; পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তিসমুদায় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে নারদ! আজি তুমি একান্ত মনে আমার যে রূপ দর্শন লাভ করিলে, ব্রহ্মারও এই রূপ দর্শন লাভ কখনই হয় নাই। তুমি আমার পরম ভক্ত; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বিশ্বস্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া অচিরাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণ-মুখ-

নির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুরে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আপনার আলয়ে যে সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষষ্টি সহস্র অগ্রগামীর নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর সুমেরুপর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমারে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাঁহারা এই

বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুরে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাঁহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, উহা তৎসমুদায়ের সার। যেমন সুরাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একান্ত মনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া সহস্রার্চ্চি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই রোগনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহার এই মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার ইচ্ছা সকল সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তি সহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনি সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইলেন এবং বারংবার "নারায়ণের জয় হউক" এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ এবং আকাশপথ

অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে আগমন করেন।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে, রাজা তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপানারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ্ ভগবান্ নারায়ণ একাকী কি রূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি নিমিত্তই স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র মহাত্মারে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতারে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বিশেষ রূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার এই সংশয় দূর করিয়া দেও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে। একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণ-মাহাত্ম্য

শ্রবণ করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল; যাঁহারা পাপ-পুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অসুর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্য ভোজনে আসক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষ-ধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয়। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহেন। সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কি রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজ-বর! এই সংশয় হৃদয়নিখাত শল্যের ন্যায় আমারে উদ্বেজিত করিতেছে। অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগহারী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, বিশেষত যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনু-ষ্ঠানপূর্ব্বক কাহারে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদায় বিস্তা-রিত রূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশ-ম্পায়ন তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি

গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচার-পরায়ণ জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে, অজ্ঞাননাশী পরাশরপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদ-নিবাসী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সমুদায় ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহারে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে

অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মারে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাঁ হইতেই পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টির পর উহাদের গুণসমুদায়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উহাঁরাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা; লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সম্ভূত হইয়া অন্য দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কি রূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমারও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কি রূপে ত্রিলোকের নিস্তার এবং

কি রূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বল রক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই ; তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর কূলে গমন পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়ম নামে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ ! হে তপোধনগণ ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার্থ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ ; অতএব তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি

অনুসারে বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ, সকলেই মায়াতীত সর্ব্বোন্নত সর্ব্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহারে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎসমুদায়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদমধ্যে আমিই এরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছি। তোমরা সকল লোকের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকসকল প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফলমূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে পারিবে। তোমরা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া পশ্চাৎ আমার সংকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে।

যে অবধি কল্পক্ষয় না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিবে ; অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র। ইহাঁরা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন।

যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তিপথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ সেই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়।

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইহাঁর ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন। এক্ষণে

তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচন কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধৰ্ম্ম চারি পাদ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগযজ্ঞে পশুসকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইবে; ধর্ম্ম পাদদ্বয় বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম এক পাদমাত্র বিরাজিত থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে? আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! ঐ সময় যথায় বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি

ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কমণ্ডলু ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাঙ্গবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবা-মাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারা-য়ণ তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সমুদায় ভূতের স্থষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেব-গণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎ-ক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধানগতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব; আবার যুগের আদিসময়ে জাগরিত হইয়া

পুনরায় সমুদায় জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চ মহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদায়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবাসী, নিত্য, মুঞ্জকেশী ও শান্তস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান্, হয়গ্রীব, চতুর্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানদৃশ্য, ক্ষর ও অক্ষর। তিনি অব্যাহতগতি-প্রভাবে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়। হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে জ্ঞানবলে এই রূপে এই সমুদায় অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা জিজ্ঞাসা করাতে বিস্তারিত রূপে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বচনানুসারে বেদপাঠ দ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় একান্ত অনুরক্ত হও।

হে জনমেজয়! ধীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋক্‌বেদ পাঠ দ্বারা নারায়ণের স্তব করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এই রূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার রোগের লেশমাত্রও থাকে না; প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া থাকেন। এই স্তব

পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ুযুক্ত হয় ; বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যতা দোষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়েরা বিজয়, বৈশ্যগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, শূদ্রগণ সমুদায় সুখ, পুত্রবিহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতি লাভকরে। গর্ব্ভিণী গর্ভবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে। পান্থজনেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে নিরাপদে পথ অতিক্রম করিতে পারে। ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে যে যাহা কামনা করে, সে অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তগণ এই মহর্ষি বেদব্যাসের মুখনির্গত নারায়ণ মাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে সমস্ত নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল নামের প্রকৃত অর্থ কি ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন বিমল শশাঙ্কমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ হরি অর্জ্জুনের নিকট আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নাম সমুদায়ের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্ত-

মান এই ত্রিকালের অধিপতি। তুমি লোকসকলকে অভয়-প্রদান করিয়া থাক। এক্ষণে মহর্ষিগণ বেদ ও পুরাণমধ্যে তোমার যে সমস্ত গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অর্থ জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া উহা ব্যক্ত কর। তোমা ব্যতিরেকে উহা কীর্ত্তন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহর্ষিগণ বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাঙ্খ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার প্রভূত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্মসম্ভূত নাম সমুদায়ের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মারে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোকরূপে লোক-সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্র-স্বরূপ। তিনি সকল লোকের আত্মা ও আরাধ্য। তাঁহা হই-তেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও বিরাট। তিনি লোকের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে একটী পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক

রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। এই রূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা ; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। জটাজূটসম্পন্ন শ্মশানালয়বাসী কঠোরব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা ; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ ; এই নিমিত্তই আমি তাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। নিয়মসমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয় ; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত করিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমারেও জ্ঞাত আছেন ; যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। রুদ্রভিন্ন আর কেহই আমারে বরপ্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতারেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে

শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিরে নমস্কার কর।

এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমাভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না। আমিই তাহাদিগের অনন্যগতি। তাহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ফল কামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। উহারা একান্ত ভক্তিসহকারে ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমারে প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর ও নারায়ণ। আমরা কেবল পৃথিবীর ভার লাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি। অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয়।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার। ঐ সলিল পূর্ব্বে আমারই অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল, এই কারণে আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে। বাসুশব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমু-

দায় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব। বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান্ এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান। আমি জীবগণের এক মাত্র গতি ও জনয়িতা; আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমুদায় জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধি লাভ বাসনায় ত্রিলোকস্বরূপ আমারে কামনা করে বলিয়া আমার নাম দামোদর হইয়াছে। পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থ সমুদায় আমার গর্ব্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণে আমার নাম পৃশ্নিগর্ব্ভ। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিপাতিত করিলে, ত্রিত ' হে পৃশ্নিগর্ভ! আমারে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সে সমুদায় আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমারে কেশব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা উতথ্য স্বীয় পত্নীতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্যপত্নীর সহবাসবাসনায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি; অতএব আপনি আর আমার জননীরে আক্রমণ করিবেন না। গর্ভস্থ বালক এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্রোধে

একান্ত অভিভূত হইয়া তাহারে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন তুমি আমারে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয় ; কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বারংবার আমার ' কেশব ' এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষুলাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয় ! কি দেবতা, কি ঋষি যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার " কেশব " এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। অনল ও চন্দ্র ইহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছে। উহারা তাপপ্রদান ও বস্তুপ্রকাশন দ্বারা লোকসমুদায়কে আহ্লাদিত করে বলিয়া হৃষীনামে অভিহিত হয়। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইলেন ? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি উহা নিরাকৃত কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, ধনঞ্জয় ! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটী পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতি,

বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদায় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ-প্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটী দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কিস্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না; কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন, তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনীস্বরূপ।

অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচন-যুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণ বিষয়ে প্রধান হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিরে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্ত্তা এবং দেবতামনুষ্যাদি সমুদায় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র

ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ব্যতিরেকে আহুতি প্রদত্ত ও পুরুষ ব্যতিরেকে তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নি ব্যতিরেকে বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই নিমিত্তই অগ্নি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতৃকার্য্যে অধিকার আছে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞসমুদায় দেবগণের তৃপ্তি-সাধন করে। দেবতারা যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতি-পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রদীপ্ত হুতাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ এই নিমিত্তই অগ্নি বলিয়া অভিহিত হন। বিদ্বানেরা অগ্নির আরা-ধনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরূপী অগ্নি সমস্ত প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই স্থলে সনৎকুমার যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সকল লোকের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ঐ সমুদায় লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। শৈক্য যেমন গব্যাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অব-

স্থান করেন, তথায় বৃষপ্রভৃতি বাহন সমুদায় কাহারেও বহন করে না; যন্ত্র সমুদায় সম্যক পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোক সমুদায় উৎসন্ন ও দস্যুবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্যসংযমকালে মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণসমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষিগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করি।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব ভ্রংস করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার মুষ্ক নিপতিত ও পরিশেষে মেষবৃষণ দ্বারা তাঁহার বৃষণ নির্ম্মিত হয়। সর্জ্জাতি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞ ভাগপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপে সমুদ্যত হইয়া তাঁহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞবিনাশনিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রুদ্রের ললাটে একটী নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হন, তৎকালে ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন পূর্ব্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ভুজঙ্গ সমুদায় প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সমস্ত

ভুজঙ্গ রুদ্রকে বারংবার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদন কালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত, যখন সলিলে আচমন করেন, তৎকালে সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না; অতএব আজি অবধি মৎস্য কচ্ছপ ও মকর প্রভৃতি জলজন্তুসকল তোমারে কলুষিত করিবে। সেই অবধি সমুদ্র বিবিধ জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উহাঁর অপর নাম ত্রিশিরা; তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুরে সমভিব্যাহারে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। সেই কারণে ক্রমশ আমাদিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলবৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যাহাতে ত্রিশিরা দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। তুমি অচিরাৎ তাহার উপায় কর।

তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া নন্দনবনস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে তিনি মাতৃ-বাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ সমুপস্থিত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ-দেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! যখন তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিরে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে বিনষ্ট হইবে। দানবরাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন অচিরাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইল।

হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পর বিশ্বরূপ মাতুলকুলের বল-বর্দ্ধনবাসনায় অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি রূপলাবণ্যসম্পন্না অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাদিগের রূপদর্শনে বিশ্বরূপের মন নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে অপ্সরারা বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাত্মন্! আমরা এক্ষণে স্বস্থানে

প্রস্থান করি। বিশ্বরূপ অপ্সরাগণের সেই অসুখকর বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে, এই স্থানেই আমার সহিত পরম সুখে অবস্থান কর। তখন অপ্সরোগণ তাঁহারে কহিল, মহর্ষে! আমরা দেবাঙ্গনা অপ্সরা। আমরা বরদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।

অপ্সরোগণ এই কথা কহিবামাত্র বিশ্বরূপ ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অচি- রাৎ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে গমন কর; আমি আজিই ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিনষ্ট করিব। মহাতেজা ত্রিশিরা এই বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদায় সোমরস পান, এক মুখ দ্বারা অন্নভোজন ও অপর মুখ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজ হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরস পানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বো- ধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোম- রস পান করিতেছে। আমরা একেবারে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতা- মহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষি দধীচি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা

তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

ভগবান্ কমলযোনি এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নির্ব্বিঘ্নে আপনার তপোনুষ্ঠান হইতেছে ত? তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা আমারে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। তখন দেবগণ তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আপনারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথাস্তু বলিয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। সুররাজ তাহারেও অচিরাৎ বজ্র দ্বারা বিনাশ করিলেন।

এই রূপে দুইটী ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে, দেবরাজ

ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিমাদি ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া মানসসরোবরসম্ভূত নলিনীর মৃণালসূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচী-পতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিলে, জগৎ ঈশ্বরশূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না; চতুর্দ্দিকে রাক্ষসকুল বদ্ধমূল হইতে লাগিল; বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীর্য্যবিহীন ও সুজেয় হইয়া উঠিল।

এই রূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীত হইল। কিয়দ্দিন পরে রাজর্ষি নহুষ, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি শচীব্যতীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীরে অধিকার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করি। আয়ুঃপুত্র এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি; অতএব তুমি আমারে ভজনা কর।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি স্বভাবত ধার্ম্মিক, বিশেষত চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি। তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমারে অধিকার

করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তখন ইন্দ্রাণী মনুষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমি একটী ব্রত প্রতিপালন করিতেছি, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। কয়েক দিন মধ্যে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব। শচী এই কথা কহিলে, নরপতি নহুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী নহুষভয়ে নিতান্ত কাতরা হইয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগুরু শচীরে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, মহাভাগে ! তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিরে আহ্বান কর ; তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ হইবে। শচী তখন পতিব্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিরে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রাণী আহ্বান করিবামাত্র উপশ্রুতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণি ! এই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি ; এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন শচী তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে সত্যময়ি ! আমি যাহাতে ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। শচী এই কথা কহিলে, দেবী উপশ্রুতি অচিরাৎ তাঁহারে মানস সরোবরে উপনীত করিয়া, মৃণালগ্রন্থিপ্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণী শচীরে একান্ত কৃশ দেখিয়া মনে মনে

কহিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! ইতিপূর্ব্বে আমি সমুদায় লোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজি আমি এই মৃণালতন্তু-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। দেবী শচী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিত মনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃণালসূত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! এক্ষণে কেমন আছ? শচী কহিলেন, নাথ! রাজা নহুষ আমারে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। আমিও তাহারে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাপ্রকার বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেকবার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর। বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিতমনে অবিলম্বে নহুষসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও মৃণালগ্রন্থি মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

শচী নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবামাত্র নহুষ তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরসুন্দরি! তুমি আমারে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে? শচী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনারে ভজনা করিব; কিন্তু আমার মনে একটী অভিলাষ আছে, আপনারে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত

যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর।

শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন, মহারাজ নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্যদেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, রে পাপাত্মন! তুই নিতান্ত অকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। অতএব এক্ষণে আমি তোরে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান কর। অগস্ত্যদেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

নহুষ নিপতিত হইলে ত্রিলোক পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহারে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলেই তিনি পুনরায় আপনার পদলাভে সমর্থ হইবেন। নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা

শচীরে কহিলেন, সুভগে! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর। তখন দেবী শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রও শচীর বাক্য শ্রবণে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতি পবিত্র এক অশ্ব প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোপণ পূর্ব্বক স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সমুদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরায় দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহারে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গার সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র তাহাতে একটী চিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি দেবতারা এই অন্ন ভোজন করিয়া

অসুরগণকে বিনাশ করিবে, মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রত-সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিরে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার উদরে একটী ব্যথা জন্মিবে।

প্রজাপতি দক্ষের যে যষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, ধর্ম্মকে দশটী, মনুরে দশটী এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নিশানাথ রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নী-গণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। কন্যাগণ এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজা-পতি দক্ষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে। অনন্তর চন্দ্র দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রকাশ কর নাই বলিয়া, আমি তোমারে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষিগণ চন্দ্রকে ক্ষীণ হইতে

দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাপতে! তুমি যক্ষ্মা-রোগপ্রভাবে ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রের সমীপে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন করিয়া স্নান কর, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। ঋষিগণ এই কথা কহিলে, চন্দ্র তাহাঁদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহন পূর্ব্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণ-রূপে অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা সদৃশ শশলাঞ্ছন পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে একদা স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্ব দিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শীতল সমীরণ স্পর্শ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হই-লেন। ঐ সময় মহর্ষি বায়ুস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিরে পুষ্প-শোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি স্থূলশিরা তদ্দ-র্শনে তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বা-মুখ নামে মহর্ষি হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষজনিত গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত এবং স্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহারে কহিলেন, হে নদী-নাথ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সুমধুর হইবে। এই কারণবশতঃ অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমাচল রুদ্রদেবকে কন্যাপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পর্ব্বতেশ্বর! তুমি আমারে তোমারই কন্যাটী সম্প্রদান কর। তখন হিমালয় কহিলেন, মহর্ষে! আমি রুদ্রদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। হিমাচল এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, যখন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রত্নভাজন হইবে না। অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে হিমাচল রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সসাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতে-

ছেন। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ও সোমকর্ত্তৃক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

অগ্নিস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত আমি হৃষীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিণ্মণির ন্যায়, এই নিমিত্ত লোকে আমারে হরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ধামস্বরূপ এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমারে ঋতধামা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন। আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক সমুদায় যজ্ঞে আমারে ঐ গূঢ় নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। আমি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করি। কোন কালে জন্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদায় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমারে সত্যনামে কীর্ত্তন করেন। আমি কখন সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতেই

সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমারে দর্শন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত আমার সাত্বত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই নিমিত্ত আমি কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়াছি। আমি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীরে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুরে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখনই নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই নিমিত্ত আমার নাম অচ্যুত। অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষশব্দে আকাশ ও জশব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া আমার অধোক্ষজ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহারেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ঘৃত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমারে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি। এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা আমারে

ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম জনসমাজে বৃষ নামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষে আমারে বৃষ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি আমারে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি দেবগণ, কি অসুরগণ কেহই আমার আদি মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদায় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে। পূর্ব্বেআমি একদন্ত ও ত্রিককুদ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা যাঁহারে বিরিঞ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমারে বিদ্যাসহায়বান্ আদিত্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা পূজিত হন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখাসম্পন্ন ঋগ্বেদ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ গীত আরণ্যক বেদমধ্যে সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদ, ষট্পঞ্চাশত অষ্ট ও সপ্তত্রিংশত শাখাযুক্ত যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চ-কল্পাত্মক অথর্ব্ব বেদস্বরূপ। বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সকল গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে

এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সকল স্বর ও বর্ণোচ্চারণ-প্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মৎকৃত। আমি বর-দাতা হয়গ্রীব ; আমি বেদপাঠের পদ বিভাগ ও অক্ষর বিভাগ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই অনুগ্রহে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদ বিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বর লাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সাত জন্ম মৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অনুগ্রহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন। আমি কোন কারণবশত ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধ-মাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মযানে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া-ছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্র-দেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংশ করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নি-ধানে আগমন পূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপ-তিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃ-প্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া গেল। এই নিমিত্ত আমার নাম মুঞ্জকেশ হইয়াছে। অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুন-রায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ

হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠগ্রহণ করিলে নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই কারণ আমার নাম খণ্ডপরশু হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই ত্রৈলোক্যবিনাশন যুদ্ধে কে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এইরূপে রুদ্র ও নরনারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় লোক অতিশয় ভীত হইল। ঐ সময় হুতাশন যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিলেন না। মহর্ষিগণের মুখে বেদ স্ফুরিত হইল না। রজ ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ করিল। আকাশস্থ সমস্ত পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল। চন্দ্রসূর্য্যপ্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সমুদায় জ্যোতিহীন হইয়া গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! আপনি

বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্দন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা ; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। ইহাঁরা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণ বশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। অচিরাৎ ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতি-সংহার পূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগ-বান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রুদ্র ! যে ব্যক্তি তোমারে জানে, সে আমারেও জ্ঞাত আছে। আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলত আমাদিগের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে তোমার যেন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিক্ষিপ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা শ্রীবৎস নামে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠ গ্রহণ করাতে, উহাতে একটী কর-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম শ্রীকণ্ঠ হইবে।

রুদ্র ও নারায়ণ এইরূপে পরস্পর পরস্পরের চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বিদায় হইলে তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণ-সংগ্রামে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিস্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমারে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ; তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিরে পূতমনে নমস্কার কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণ কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ ফললাভ

হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপবিনাশন পরমপবিত্র নারায়ণ কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহ বশতই তাঁহারে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার নর ও নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! সর্পসত্রের অবসানে অন্যান্য কার্য্যসমুদায় আরব্ধ হইলে, মহারাজ জনমেজয় বেদনিধান ভগবান্ বেদব্যাসের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ধৃত হয়, যেমন বেদ হইতে আরণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপরিপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎ-

কৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জ্জুন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয় ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহারে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহপ্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আমি অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ

শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া তৎকথিত বিষয় সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে সুমেরু পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমন পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম" এই চিন্তা করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সুমেরু পর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপশ্চরণনিরত ব্রতধারী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, চরণতলে চক্রচিহ্ন, করতলে হংসচিহ্ন, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতি সুবিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র ও আটটী বৃহৎদন্তযুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় অতি গভীর, মুখমণ্ডল অতি রমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূযুগল, হনু ও নাসিকা অতি মনোহর। দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারাও তাঁহারে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক "আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ" এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুশময়

আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদিগুণসম্পন্ন নরনারায়ণ পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ প্রদান দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিন জন একত্র উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হুত হুতাশনের প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্লম দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদায় লোক তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদিগের উভয়কে সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম, আবার অদ্য এস্থলে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে দর্শন করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ শ্রীমান্, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি

তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম্ম এবং স্বয়ং যে যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংহারকর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার তুল্য বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপশ্চরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনারে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি অবনীতলে অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান ও সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্যকব্য প্রদান করেন তৎসমুদায়ই সেই পরমপুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহারে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদায় তিনি শিরোধার্য্য করেন। সুতরাং ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা

প্রিয়তর। আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এস্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করিব।

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নরনারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি যে শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়াছ ; অতএব তুমি ধন্য ও ভগবানের অনুগৃহীত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহেন। সেই অব্যক্তপ্রভব ভগবান্ নারায়ণের সন্দর্শন লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তোমারে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ব্যতিরেকে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা

অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উহাঁরে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন; ঐ স্থানের নাম সত্ত্বোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের আলয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যে সমস্ত মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমায় শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সংকল্প করিয়াছ, তাহাও অবগত হইয়াছি। সেই দেবাদিদেব এই বিশ্বমধ্যে যে সমস্ত শুভাশুভ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তোমার নিকট তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মহাত্মা নরনারায়ণ এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহা-

দের বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নরনারায়ণের পূজায় নিতান্ত নিরত হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি এই দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফললাভের নিমিত্ত কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছিলেন দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই পরম যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশত সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহস্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপসনা করিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিস্বাত্তাদিরে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহা-

দের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিস্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিস্বাত্তাদির নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ ও পিতৃগণ যে ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিণ্ডত্রয় প্রদান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কি রূপে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারা সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ নরনারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীরে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে কর্দ্দমাঙ্কিত দেহে পূর্ব্বাস্য হইয়া ভূমিতে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত স্নেহগর্ভ তিল দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরঃসর দংষ্ট্রা দ্বারা তিনটী মৃণ্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই লোক সমুদায়ের স্বষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের স্বষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার দন্ত দ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিণ্ড সমুদায় পিতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিণ্ডত্রয়ের স্বষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতেরা আমারেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-মহস্বরূপ। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ ইহা কহিয়া বরাহ-পর্ব্বতে পিণ্ডদান পূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ডনামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখবিহীন ভগবান্ নারায়ণ নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নরনারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে সন্দর্শন করিয়া হিমালয়পর্ব্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নরনারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। আজি তুমি আমার নিকট এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে। যে ব্যক্তি কায়মনো-বাক্যে সেই অনাদিনিধন নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি তাহার নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সে সক-লেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর

নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদিগের উপাধ্যায় গন্ধবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ হউক।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমুদায় মহর্ষি সমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি সমুদায়ের সমক্ষে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমুদায় মহর্ষি ও ত্রিভুবনের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়ম সমুদায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে পূজা করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিদিগের

একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ, নির্গুণ বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও খাতাদির ফলভাগহারী। সেই দুর্জ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগকে উৎকৃষ্ট গতি বিধান করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহারে ত্রিলোকের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার মুখে সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য, ধর্ম্মের আলয়ে নরনারায়ণ রূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈষাণকোণে হব্যকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হয়গ্রীবের রূপ কিরূপ ও প্রভাবই বা কি প্রকার? আর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত পবিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়? আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইহলোকে যে সমস্ত দেহাদি দৃশ্যপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যে রূপে প্রলয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মায় ও জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। তখন সমুদায়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।

এক্ষণে যে রূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মাই প্রকৃতির মূল ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই অনিরুদ্ধনামক হরি

বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকার পূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদায় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া, সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতসমুদায়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসঙ্কাশ পদ্মের পত্রে নারায়ণনিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক। তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মারে বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদগ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল;

বেদ আমার তেজ ও উপাস্য বস্তু। এক্ষণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোক সমুদায় অন্ধকারময় দেখিতেছি। বেদ ব্যতীত আমি কি রূপে লোক সৃষ্টি করিব? ফলত বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। আজি কোন্ ব্যক্তি সেই বেদসমুদায় আনয়ন করিয়া আমারে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে। কমলযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখপ্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে স্তব করত কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাঙ্খ্যযোনিনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়পথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভু তোমারে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে আমি তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ। আমি তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি এক্ষণে অন্ধপ্রায় হইয়াছি। অতএব একবার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার

প্রতি যেরূপ স্নেহ কর, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদোদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি অবয়ব সমুদায় চন্দ্রতুল্য কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্রদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্ত সমুদায়, গোলোক ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারারণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বর সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদনিক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। অসুরদ্বয় বেদ নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদায় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রের ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ বহুক্ষণ সেই শব্দের কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কুত্রাপি কিছুমাত্র অবলোকন না করিয়া পরিশেষে যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বেই বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা ঐ স্থানে উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনরায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা ইহারই কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অসুরদ্বয় এই স্থির করিয়া নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক এ কে, কি নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাশ পূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকন পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই এককালে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন হইলে কমলযোনি বেদ ও নারায়ণের সহায়বলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে মধুকৈটভের বিনাশসাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণবৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন জন্মে না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক হয়গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমারে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাসনা করেন, তখনই সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাঙ্খ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম। যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সমুদায় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলত নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পৃথক্‌বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব। যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী

হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোভিলাষ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মারা কোনক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহাঁরা দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহারে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহারে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পুণ্যপাপবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত একান্ত ভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হন, তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই

নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা নিরন্তর যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কি রূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় অপনোদন পূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পররিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের স্থষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাস্থদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহারে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা

করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনু-বর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য নামক মহর্ষি-গণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন। তৎ-পরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্ব্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষি-দিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম-গ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা

করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদনবিনিঃসৃত আরণ্যকবেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তখন যুগধর্ম্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে ঐ ধর্ম্ম শিক্ষা করাইয়া মায়াতীত পরম স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুরে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট

ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামারে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ্‌নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীরে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুরে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ঈক্ষাকুরে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান্ রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক

ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্জেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন। ঐ মহাত্মারে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবমূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। উনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট দুর্জ্জেয় ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদায় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এইরূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। একান্ত অনুরক্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতপরায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিনপ্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে । সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন । উহাঁরা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন ; এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় । তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহারে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যে সকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন । ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাহাঁদের জন্মমরণ-দুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন । নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তমনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাঙ্খ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয় । জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন । পুরুষ জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ-সময়ে নারায়ণকর্ত্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞান-লাভ করে । তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছা-নুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না । রাজসিক ও তামসিক প্রকৃ-তিরে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় । রজ ও

তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না, ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কর হইতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগকে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কিরূপে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্য-যোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্র সমুদায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিল-প্রবাহ যেমন মহাসাগর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানসমুদায় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক

এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর; এই নিমিত্ত অনেকেই উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, তুমি তাঁহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞানশাস্ত্র সমুদায় লোকে প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমুদায় কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করি-তেছে; না পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাঁহারে নারায়ণাংশসম্ভূত, বিভূতিযুক্ত, বেদনিধি দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগ-বান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; অতএব কি রূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বে আমার গুরু ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণপরিবেষ্টিত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

এক দিন আমরা অবসরক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। তখন তত্ত্ববিদগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে সপ্তমবার জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি কর। তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবদেব নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তাঁহারে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ !

আমি নিতান্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া রহিয়াছি ; সুতরাং প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই ; অতএব আপনি উহার উপায়বিধান করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা কহিলে, নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিরে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাঁহারে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎসে ! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টি সাধনার্থ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ কর। মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নারায়ণ ব্রহ্মারে বুদ্ধিসমন্বিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে তোমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে ; অতএব সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর। নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভ পূর্ব্বক অপরিমিত বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিবে ; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ করা আমার

অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া, ইনি এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহাঁর পরিত্রাণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমারে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ " ভো " এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সমুদ্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র ! তোমারে বেদ বিভাগ করিতে হইবে। নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মহর্ষি অপান্তরতমা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারারণ তাঁহার বেদবিভাগকার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযম দ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, তুমি প্রতিমন্বন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমারে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে কৌরব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সম্ভূত হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমনসদনে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদ বিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজপ্রভায় সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশরনামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদায় অবগত হইতে পারিবে এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণ পূর্ব্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদায়ই আমা হইতে সম্ভূত। যে যেরূপ কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমারে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ

করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্ব্বে ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যের, পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্যযোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহারে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহর্ষিগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত

হয়, সে সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত।

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণ রূপে অভি-হিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিত মনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণসপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাট-দেশসমুৎপন্ন ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সম্মুখ-বর্ত্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন

প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহারে গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহারে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তোমার তপ ও বেদাধ্যয়নের ত কুশল?

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল। সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনারে এই নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যাহার পর নাই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুরসেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বহুসংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহারে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাকরণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! আমি বহুপুরুষের সৃষ্টি

করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নির্গুণ হইতে পারিলে সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান্ নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শমদমাদিবিহীন মূঢ়-দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদায় লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্যসমুদায়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরম-সুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কি রূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাংখ্য, বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোন রূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত

হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধ রূপে প্রজ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভ কার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগবিদ্ পণ্ডিতেরা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মারেই নির্গুণ,

সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহারে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুত পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহারেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরম তত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট এই রূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ পিতামহের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহত গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে

কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্ত্তন করুন। দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণ-তীরে এক অত্রিবংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্‌প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহারে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম শান্তি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনারে মিত্রভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয় পূর্ব্বক আমারে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায়

আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে। কিন্তু কোন্‌টী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোন ক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান্‌ লোক কেবল মতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উঞ্ছব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্‌! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোনটি শ্রেয়, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত জলদের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমারে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত

নৈমিষারণ্যমধ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুর মধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভিষ্টগুণসম্পন্ন, সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূলবাদী নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন। তিনি অবশ্যই আপনারে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যাহার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি প্রায় উপস্থিত

হইল। অতএব আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতি-বাহিত করুন। প্রভাতে গমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরম-সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপ-স্থিত হইয়া তাঁহারে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎ-সলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধ পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শন লাভের নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিরে এক বৎসরের মধ্যে একমাস সূর্য্যের রথবহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথবহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশগমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না। ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদিগের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, পত্র বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আটদিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই

কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন কর। আমার এই ব্রতের বিঘ্ন করা তোমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্য কর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীরে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই।

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথি সেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণ শুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য

স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমারে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন রূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

একষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমারে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের

অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনারে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিলে শুভফল লাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্ম্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল,

তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল-প্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনারে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভুজগরাজ ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক আপনার এস্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি

কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমারে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি আপনারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শন লাভ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মারে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ক-

করসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশঃসমূহ দ্বারা আপনারে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোক গমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয় পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উহাঁর রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উহাঁর মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উহাঁর শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটী রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণ-

জাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসন পূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহারে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মান-রক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করি-

তেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি এক জন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তি-ব্রতধারণ, স্বর্গফল কামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাহাঁরা সদ্গতিলাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চার্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্যপ্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সম্ভা-ষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পর-স্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট

পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থলাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা চব্যন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত

অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমত মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমারে আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।

মোক্ষধৰ্ম্ম পৰ্ব্ব সমাপ্ত।

শান্তি পৰ্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ডে মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। মহাভারতে যতগুলি পর্ব্ব আছে, তন্মধ্যে শান্তিপর্ব্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। এই পর্ব্বে শরশয্যায়শয়ানকুরুপিতামহ মহাবীর ভীষ্ম, রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা দ্বারা মোহবিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বতন হিন্দু নরপতিগণ কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া নিজ নিজ অধিকৃত ধরিত্রী প্রতিপালন করিতেন, রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে তাহা অবিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি কি প্রকার নিয়মে আপনার উপস্থিত আপদের শান্তি করণে সমর্থ হইবেন, তাহা আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় পাঠ করিলে সম্যক্ রূপে জানা যায়।

পুরাণ সংগ্রহ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৺ কাশীরাম দাসের কল্যাণে অনেকে মহাভারতের স্থূল মর্ম্ম জানিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকে শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, তিনি এই পর্ব্বাধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মোক্ষধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং শান্তিপর্ব্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই অদ্যাপি অপরিচিত রহিয়াছে; বিজ্ঞবর সহযোগী কি কারণে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়দ্বয়ের মর্ম্মানুবাদ ও উল্লেখ মাত্র করেন নাই,

তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। ফলতঃ এই দুইটি পর্ব্বাধ্যায় যে মহাভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক, সাঙ্খ্য, দার্শনিক ও ন্যায়ানুগত আশ্রম, বর্ণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া তত্ত্ব, মুক্তি ও ঈশ্বরমীমাংসা বিষয়ক যতগুলি মত আছে, শরশয্যাশয়ান কুরুপ্রবর মহাবীর ভীষ্ম তাহার প্রত্যেকের অবিচ্ছেদসমালোচনান্তে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তিবিষয়ক মহার্হ মন্ত্রণা প্রদান করেন। ফলতঃ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পরিণামদর্শী মুমুক্ষু মহাত্মাদিগের প্রধান উপজীব্য ও অনন্য অবলম্বনস্বরূপ।

মোক্ষধর্ম্মে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতগুলি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বৈদিক মতের মীমাংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুতরাং যদি কাহারো জগদীশ্বরে বিদিত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি পরলোক ও পরিণামের তত্ত্বজ্ঞ হইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে এই মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৺ কাশীরাম দাস দেব তাঁহার প্রণীত মহাভারতে রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মোক্ষধর্ম্মবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মূলসঙ্গত নহে। উল্লিখিত প্রস্তাবের অনেকাংশ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ও কতক ভাগ সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জনার্থ হরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, তন্নিবন্ধন মোক্ষধর্ম্মেও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে অদ্যাপিও কতদূর অপরিচিত রহিয়াছেন, তাহা এই পর্ব্ব পাঠ করিলেই বিদিত হইতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৭ শক।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ	১	১
কর্ণের অভিশাপ	৫	১১
কর্ণের অস্ত্র প্রাপ্তি	৮	৪
স্বয়ম্বরে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কন্যাহরণ	১০	২৪
কর্ণের পরাক্রম প্রকাশ	১২	১১
স্ত্রীজাতির প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ	১৩	২৪
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	১৫	১
ঋষি শকুনি সংবাদ	২৮	১৬
নকুল বাক্য	৩১	১২
সহদেব বাক্য	৩৪	১৯
দ্রৌপদী বাক্য	৩৬	৪
অর্জ্জুন বাক্য	৩৯	১
ভীমসেন বাক্য	৪৪	৯
যুধিষ্ঠির বাক্য	৪৭	১
যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবস্থানের উপদেশ	৫৫	২৪
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ	৬০	১১
শ্যেনজিত উপাখ্যান	৬৭	১২
ষোড়শরাজিক উপাখ্যান	৮২	১৮
নারদ পর্ব্বোপাখ্যান	১০১	১০
সুবর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান	১০৩	১৮
প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যান	১০৬	১

প্রকরণ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ ...	...	১১৩	..	১২
যুধিষ্ঠিরের পুর প্রবেশ	...	১২৫	...	৬
চার্ব্বাক বধ	...	১২৯	...	১
চার্ব্বাক বধোপায় কীর্ত্তন	...	১৩২	...	৯
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক	...	১৩৩	...	২০
ভীমাদির কার্য্য গ্রহণ	...	১৩৫	..	১৩
শ্রাদ্ধকার্য্য উপাখ্যান	...	১৩৭	...	১
কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের স্তব	..	১৩৮	...	২০
গৃহবিভাগ	...	১৩৯	...	৭
যুধিষ্ঠির প্রশ্ন	...	১৪০	...	১০
মহাপুরুষ স্তবোপাখ্যান	...	১৪২	...	১
স্তবরাজোপাখ্যান	...	১৪৫	...	১
রামোপাখ্যান	...	১৫৪	...	১
কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্মের নিকট গমন	...	১৬৭	...	২৪
ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য	...	১৭৩	...	১১
যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান	...	১৭৬	...	১৬
সায়ংকালে ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরাদির বিদায় গ্রহণ	...	১৮৭	...	১১
সুত্রাধ্যায়	...	১৮৯	...	২৪
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কীর্ত্তন	...	২০০	...	১
ঐলকশ্যপ সংবাদ	...	২৪৩	...	১২
মুচুকুন্দ উপাখ্যান	..	২৩৭	...	২০
কৈকেয়োপাখ্যান	...	২৫৫	...	৫
বাসুদেব নারদ সংবাদ	...	২৬৮	..	১৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কালক বৃক্ষীয় উপাখ্যান	২৭১	২৩
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের মন্ত্রণাস্থান কীর্ত্তন	২৭৯	১
দুর্গ পরীক্ষা	২৮৮	৬
রাষ্ট্রগুপ্তি কীর্ত্তন	২৯৭	২৪
উতথ্যগীতা কীর্ত্তন	৩০৩	২২
বামদেবগীতা কীর্ত্তন	৩০৯	৭
ইন্দ্রাম্বরীশ সংবাদ	৩২৪	১৩
শত্রুসমাক্রান্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কীর্ত্তন	৩৩৪	১৪
সেনানীতি কীর্ত্তন	৩৩৬	১৫
ইন্দ্রবৃহস্পতি সংবাদ	৩৪০	২৪
কালকবৃক্ষীয়োপাখ্যান	৩৪৬	৭
সত্যানৃত কীর্ত্তন	৩৬২	১
দুর্গতরণ কীর্ত্তন	৩৬৪	২২
ব্যাঘ্রগোমায়ু সংবাদ	৩৬৭	৬
উষ্ট্রগ্রীবোপাখ্যান	৩৭৬	২১
সরিৎসাগর সংবাদ	৩৭৮	২০
ঋষিকুক্কুর সংবাদ	৩৮৪	৬
দণ্ডকীর্ত্তন	৩৯৯	৪
দণ্ডোৎপত্তি কথন	৪০৩	১০
কামন্দাঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ	৪০৭	১৩
প্রহ্লাদবিপ্রবৃত্তান্ত কীর্ত্তন	৪১০	১
ঋষভগীতা কীর্ত্তন	৪১৭	১৭

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় আরম্ভ	৪৩২	১
রাজর্ষিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন	৪৩৫	৬
কায়ব্যদস্যু সংবাদ	৪৪১	২০
শাকুলোপাখ্যান	৪৪৫	১৬
মার্জ্জার মূষিক সংবাদ	৪৪৮	৫
ব্রহ্মদত্ত পূজনীয় সংবাদ	৪৬৮	২০
কণিক উপদেশ	৪৮১	৯
বিশ্বামিত্র নিষাদ সংবাদ	৪৮৯	১৮
কপোত লুব্ধক সংবাদ	৫০৫	২২
ভার্য্যা প্রশংসা কীর্ত্তন	৫০৮	২২
ইন্দ্রোত পারিক্ষিত সংবাদ	৫২০	৫
গৃধ্রগোমায়ু সংবাদ	৫২৭	১
পবনশাল্মলি সংবাদ	৫৪০	১৬
আত্মজ্ঞান কীর্ত্তন	৫৪৮	২১
দমগুণ কীর্ত্তন	৫৫০	১১
তপঃ কীর্ত্তন	৫৫৩	১৬
সত্য কীর্ত্তন	৫৫৪	১৬
লোভোপাখ্যান	৫৫৬	২১
নৃশংসতা কীর্ত্তন	৫৫৮	২২
প্রায়শ্চিত্ত কীর্ত্তন	৫৬০	৮
খড়্গোৎপত্তি কীর্ত্তন	৫৬৮	১
ষড়জগীতা কীর্ত্তন	৫৭৪	১৭
কৃতঘ্নোপাখ্যান	৫৭৯	২৪

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

প্রকরণ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
পিঙ্গলাগীতা	....	.... ৫৯৭	....	১
পিতাপুত্র সংবাদ	....	.... ৬০৪	....	৯
শম্পাকগীতা	....	.. ৬০৮	....	২৩
মঙ্কিগীতা	....	.... ৬১১	...	৬
বোধ্যগীতা	....	.... ৬১৭	....	৯
প্রহ্লাদ ও অজগর সংবাদ	....	.... ৬১৯	....	১
শৃগালকাশ্যপ সংবাদ	....	.... ৬২২	....	২২
ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ	....	.... ৬৩০	....	৬
আচারবিধি	....	... ৬৫৯	....	৯
জাপকোখ্যান	....	.... ৬৭১	....	১৩
মনুবৃহস্পতি সংবাদ	....	.... ৬৯৪	...	৫
সর্ব্বভূতোৎপত্তি	....	... ৭১২	....	১৬
গুরুশিষ্য সংবাদ	....	.... ৭২২	....	১
কৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন	....	.... ৭২৬	....	৮
পঞ্চশিখজনক সংবাদ	....	.... ৭৪৫	....	২৩
ইন্দ্রপ্রহ্লাদ সংবাদ	....	.... ৭৬৩	....	৪
বলিবাসব সংবাদ	....	.... ৭৬৬	....	১৬
ইন্দ্রনমুচি সংবাদ	....	.... ৭৭৯	....	১৯
বলিবান সংবাদ	....	.... ৭৮২	....	১৪
লক্ষ্মীবাসব সংবাদ	....	.... ৭৯৪	....	৪
দেবলজৈগীষব্য সংবাদ	...	.... ৮০২	....	১৫
বাসুদেব উগ্রসেন সংবাদ	....	... ৮০৪	....	২২
শুকানুপ্রশ্ন	....	.... ৮০৬	....	২০
মৃত্যুপ্রজাপতি সংবাদ	....	.... ৮৭৫	....	২১
ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন	....	.... ৮৮৩	....	১১

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তুলাধারজাজলি সংবাদ	.... ৮৮৫	২০
চিরকারিক উপাখ্যান	.... ৯০৬	৭
দ্যুমৎসেনসত্যবৎ সংবাদ	.... ৯১৪	১১
স্যুমরশ্মি কপিল সংবাদ	.... ৯১৮	১৭
কুণ্ডধার উপাখ্যান	.... ৯৩৫	১২
যজ্ঞনিন্দা কথন	.... ৯৪১	১৪
প্রশ্নচতুষ্টয় কীর্ত্তন	.... ৯৪৪	১
যোগাচার কথন	.... ৯৪৬	১৫
নারদদেবল সংবাদ	.... ৯৪৮	১২
মাণ্ডব্যজনক সংবাদ	.... ৯৫২	৪
পিতাপুত্র সংবাদ	.... ৯৫৩	২০
হারীত গীতা	.... ৯৫৮	৬
বৃত্রগীতা	.... ৯৬০	২৩
বৃত্রবধ	.... ৯৬৪	৯
জ্বরোৎপত্তি কথন	.... ৯৮১	৫
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ	.... ৯৮৫	২২
দক্ষকর্ত্তৃক মহাদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন	.... ৯৯২	৫
পঞ্চভূত কীর্ত্তন	.... ১০০৩	১৫
সমঙ্গনারদ সংবাদ	.... ১০০৭	২০
সগরারিষ্টনেমি সংবাদ	.... ১০১৫	২১
ভবভার্গব সংবাদ	.... ১০১৯	২৩
পরাশরগীতা	.... ১০২৩	৫
হংসগীতা	.... ১০৫২	৫
যোগবিধি কীর্ত্তন	.... ১০৫৭	২২
সাঙ্খ্যযোগ কথন	.... ১০৬৩	৬

প্রকরণ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
বশিষ্ঠকরালজনক সংবাদ	....	.... ১০৭১	....	৬
যাজ্ঞবল্‌ক্যজনক সংবাদ	....	.... ১০৯৯	....	১৩
জনকপঞ্চশিখ সংবাদ	....	.... ১১২৩	....	৯
সুলভাজনক সংবাদ	...	.... ১১২৪	....	২৩
বেদব্যাসশুক সংবাদ	....	.... ১১৪২	....	১৮
ধর্ম্মমূল কথন	....	.... ১১৫২	....	২১
শুকোৎপত্তি	....	.... ১১৫৪	....	১৫
শুকজনক সংবাদ	....	.... ১১৫৬	....	১৮
শুকনারদ সংবাদ	....	.... ১১৭৬	....	১৪
শুকাভিপতন	....	.. ১১৮২	....	১
নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন	....	.... ১১৯৭	....	৫
ব্যাসোৎপত্তি কথন	....	.... ১২৯২	....	৭
উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যান	....	.... ১৩০৫	....	৬

রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

অনুশাসন পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই মহাভারত গৃহস্থের দর্পণস্বরূপ।"
ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯৩০।

মহাভারত

অনুশাসন পর্ব্ব।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষ-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতা-মহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির প্রবাহ বর্ষণ করত আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি

না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মেরন্যায় নিতান্ত মসৃণভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইহাঁদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমরা উভয় পক্ষে ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন যে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনারে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজি তাহারে আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লাভ করাই শ্রেয়। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনারে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে

পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মারে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহারে কি প্রকারে বিনাশ করিব। এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল ইহারে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব।

তখন গৌতমী কহিলেন, অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহারে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্টলোক লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারে পাপভরে নিপীড়িত করিয়া থাকে! যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল-নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ,

এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্ত কালের নিমিত্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে?

ব্যাধ কহিল, দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমারে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাঁহারা শান্তি-গুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনারে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর যাহারা এই উভয় গুণবির-হিত, তাহারা মোহবশত প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প ইহারে দংশন করি-য়াছে। সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষত ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! শত্রুবিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রু সংহার করিয়া অচিরাৎ ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে। অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

ব্যাধ কহিল, সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহুলো-কের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহারে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবি-লম্বেই এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার

করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণ পূর্ব্বক অশঙ্কিত চিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুরে বিনাশ কর।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীরে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশনিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমারে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুরে দংশন করিয়াছি। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে ইহাঁরে দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহারে দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমারে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ; অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমারে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প কহিল, লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কি রূপে আমারে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। আর যদিও তুমি আমারে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমারে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন

পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্যকারণভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখন ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমারে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র সমুদায় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প কহিল, লুব্ধক! প্রযোজক কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাতত কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমারে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমারে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুরে দোষী বলিতে পার।

লুব্ধক কহিল, অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন। আমি তোরে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিতেছিস্।

সর্প কহিল, হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্গণ যজমান কর্ত্তৃক

প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমারে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব।

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভুজঙ্গম! আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমারে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন, এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই কালের অধীন। ফলত সমুদায় জগতই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদায় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমারে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ। এক্ষণে যদি আমারে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প কহিল, হে মৃত্যো! আমি আপনারে দোষী বা নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমারে ঐ শিশু বধার্থে নিদেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক, বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুরে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বনেচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে আমারে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ কহিল, সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমারে অবশ্যই নিপাতিত করিব। মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো! যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারকের নিন্দা করা বিধেয় নহে।

মৃত্যু কহিলেন, বনেচর! আমি ত পূর্ব্বেই তোমারে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে; অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলত এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদায়ের বশীভূত; কর্ম্মসমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের মধ্যে কাহা-

রেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদায়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর। হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক-ব্যাধ শোকবিহীন হইয়া সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মবশতই তাঁহাদিগকে কালপ্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত

কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুরে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উহাঁর পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয় ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য বলশালী দুর্য্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সর্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, শস্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, যাজ্ঞিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের

সুদর্শনা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই।

একদা ভগবান্ হুতাশন সেই রাজকন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহারে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষরূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন। নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমারে কন্যাদানে সম্মত হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব। হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্‌গণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনারে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনারে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভগবান্ হুতাশন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরম আহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনারে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বসুধারার ন্যায় সেই কন্যারে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করত পুত্রোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয় সময়ে মাহিষ্মতীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদায় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওঘবান সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যারে মহাত্মা সুদর্শনের

হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুরে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীরে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি, অতিথিরে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিতচিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যারে এইরূপ আদেশ করিলে, মৃত্যু তাঁহারে পরাজয় করিবার মানসে রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা হুতাশনপুত্র কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আজি আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী

তাঁহারে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনারে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদান পূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। অতিথি ঐ রূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে রাজকন্যা তাঁহারে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামির বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন। অতিথিও তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক "প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে" বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওঘবতী তাঁহারে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহারে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনারে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীরে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া, পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজি পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না?

সুদর্শন পত্নীরে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ

করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথি সৎকার দ্বারা আমার তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুপরূ কার্য্যসংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

হে ধর্ম্মরাজ! হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে দূষিত হইলেই উহারে বিনাশ করিব মনে করিয়া লৌহমুষল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথিসৎকার করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতিথিরে স্বীয় প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমুদায়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ সমুদায় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগের পাপ পুণ্য সকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উহাঁরা আমারে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন। সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি

যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে” বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবরপ্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালনপ্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুরে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সততই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তুমি স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্যপ্রভাবে ইহাঁরে বশীভূত করিলে। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন; ইহাঁর ব্রত ভঙ্গ করা কাহার সাধ্য! অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী স্বীয় তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ওঘবতী নদী নামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইহাঁর অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেহে ইহাঁর সহিত সেই সমস্ত নিত্যলোক লাভ করিবে। তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুরে পরাজয় করিয়াছ

এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমারে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময় লোক সমুদায় লাভ হইবে। ধর্ম্মতপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্বসংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীরে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদায়, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিরে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহারে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যে রূপে মৃত্যুরে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর, যশস্কর, ও পাপনাশক। সম্পদলাভার্থী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসংকুল পবিত্র কুশিকবংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপা শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহারে মুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎ পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উহাঁর অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহারে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও অমরগণনিষেবিত পবিত্র কৌশিকী নদী উহাঁরই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উহাঁর তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উহাঁর শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনারে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন

ও কিয়ৎকাল পরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্ত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে তিনি প্রীত মনে তাঁহারে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তর দিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্ত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণ মধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কি রূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যে রূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণসম্পন্ন এক পুত্ত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্ত্র জন্মে।

দেবরাজ সদৃশপ্রভাব মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি। গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তান কামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই অরণ্য বাস কালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীরে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনি আমারে শুল্কপ্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আপনারে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। তখন ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমারে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর। গাধি কহিলেন, তপোধন! আপনি আমারে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনারে কন্যাদান করিব।

গাধিরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমারে প্রদান করুন। ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর

তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই ঐ রূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে। তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমন পূর্ব্বক এই স্থান হইতে অশ্বসমুদায় উত্থিত হউক বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই সকল অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যাহার পর নাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতারে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীকও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিরে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমারে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরাৎ এক পুত্র উপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া নম্রমুখে ভর্ত্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমারেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপা নিশ্চয়ই আমারে পুত্র প্রদান করিতে

সমর্থ হইবেন। জননী এই কথা কহিলে, সত্যবতী দ্রুতপদ-সঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননীরে ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ ও তোমারে ঋতুস্নানের পর উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুই চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটী তোমারে ও তোমার জননীরে ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। মহর্ষি এই বলিয়া কাহারে কোন্ চরুটী ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সত্যবতী পরমপরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! মহর্ষি ঋচীক আমারে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটী ভক্ষণ ঋতুস্নানের পর তোমারে অশ্বত্থ ও আমারে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সত্যবতী এই কথা কহিলে তাঁহার মাতা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর; অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটী আমারে সমর্পণ ও

আমার চরুটী তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমারে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমারে যেটী আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটী আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্র-লাভের মানসে তোমারে উৎকৃষ্ট চরুটী প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহো-দর সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিবে।

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ব্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ব্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ব্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ব্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ এবং তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার মাতার গর্ব্ভে এক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন যেন আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয় ক্ষতি নাই। তখন মহাতপা ঋচীক তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভার্য্যারে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জমদগ্নিরে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও বিপ্রকুলপরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। ভগবান্ মধুচ্ছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচি, বজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্ষোগ্রীব, অনেকনেত্রসম্পন্ন আঙ্ঘ্রিক, শিলাযূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণি, শার্দ্দূলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরাণি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশী, শিরীষী, গর্দ্দভি, ঊর্দ্ধযোনি, উদাপেক্ষী

ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উহাঁরা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদায় দূর করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনৃশংসতা ধর্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনতিদূরে একটী মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষমিশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্র সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিরে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহারে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে

তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্যগ্‌যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে! অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্‌গুণসমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীরে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনারে পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্য শ্রবণে মনে মনে তাহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটর সমুদায় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফলপল্লববিহীন শুষ্ক বৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক ক্ষীণসার জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, সুররাজ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমারে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমারে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া অনৃশংসতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন। দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম্ম কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনারেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমারে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহারে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কি রূপে তাহারে পরিত্যাগ করিব।

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতা ধর্ম্ম শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হেধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারে এই বর প্রদান

করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখা পল্লব ও ফলে সমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই তরুকোটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতাধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধুব্যক্তিরে আশ্রয় করিলে অনায়াসেই সমুদায় কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্‌ কমলযোনি মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! বীজব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ

ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভকার্য্যবলে সুখ এবং পাপকর্ম্ম প্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে. তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদায় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুপ্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ

হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেগণ মহর্ষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান

করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহারে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়। দেখ মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরুরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুরে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচননন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকার বলে দেবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন

অজ্ঞানবশত বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামী গো প্রদান করিয়া কৃকলাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্‌যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দানশীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও শ্মশানভূমিসদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্যলোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে

কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না ; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদায় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতাপ্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে যে সমস্ত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদায়ের ফল কীর্ত্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টি-সম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন

ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নিধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীর-বল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপ-ভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন, এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফলমূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনবার স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ

এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট কুললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রত সাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখ নাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণারে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তারেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মারে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীরে পরিতৃপ্ত করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সংকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিন্‌টী বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার

সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয় আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে জনমেজয়! এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে শুভাশুভ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমারে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহারে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মন প্রধাবিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মাই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাহাঁরা তপ ও স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই যাহার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান

করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চরিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজ-সভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পূতমনে সুপক্ব সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনারে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতা-মহ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকেও সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজি শর-

শয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনু-তাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমারে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যার পর নাই প্রীতি-লাভ করিয়া থাকি। ফলত ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস; এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্রলোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি; সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম-ণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শত-বর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উহাঁদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উহাঁদিগের অর্চ্চনা করিবে। সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূত হিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হন।

ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল ও তপোবল প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতি লাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক, বা অল্পই হউক অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তানকামনার ন্যায় তাহার সমুদায় আশা বিফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞপ্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামকর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগালবানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশানমধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, শৃগাল! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে,

এক্ষণে তোমারে শ্মশানে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে।

তখন শৃগাল কহিল, কপিবর! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমারে এই কুৎসিত শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন বানর কহিল, শৃগাল! পূর্ব্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমারে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশত উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমারে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উহাঁরে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহারে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে

ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি এক বার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা সমুদায় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র পৌত্র বন্ধু বান্ধব অমাত্য পশু নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহারে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।

দশম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম; মানবগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিরে সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে

তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হীনজাতিরে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্ব্বে হিমালয়পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত, বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন নিয়মব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর বেদ পাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য।

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেই আমার বাসনা। অতঃপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদায় প্রস্তুত করিলেন, এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে, একদা এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিরে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহারে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উহাঁর আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ কার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র

পবিত্র হইয়া তাঁহারে পাদোদক প্রদান পুরঃসর ওষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদায় কল্পপ্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যের

অনুষ্ঠানসময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয় আমারে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছু অবক্তব্য নাই।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এক বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্যবিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্য সময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমারে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার

ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমারে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমারে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশত আপনারে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশ

প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরহিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। আর যেন আপনারে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের নিদেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করত তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধনদান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিরে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচ জাতিরে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে

লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টারে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচ জাতিরে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিরে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! একদা কন্দর্পজননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীরে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থান ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর। তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি সত্যবাদী কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা

অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বল বীর্য্য বুদ্ধি ও সারাংশ-বিহীন। যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদায় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করিনা। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, আমি তাহাদিগের নিকটই সতত অবস্থান করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত ক্রমবিভূষিত করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালন-

নিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম, এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতান-মনে অভিন্নদেহে উহাঁর শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণভিন্ন আর কুত্রাপি আমি সশরীরে অবস্থান করি না। আমি সদয়-ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব-কালে ভঙ্গাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাস্বন

মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়া-জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহারে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হই-লেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় যাহার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টি পথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবর-সলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবা-মাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হইল। তখন তিনি আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিত-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কি রূপে অশ্বে আরোহণ ও কি রূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবল-পরাক্রান্ত এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিনটী স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটী পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণ লাভ হইয়াছে; সুতরাং কি রূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহুযত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, আমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশত এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণপরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসকুলসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার নাম গোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।

স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আত্মজগণ! তোমরা

আমার পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুত্রগণ তাঁহার বক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ব বিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল। দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা এক শত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈতৃক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার

পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোর-তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশে-ষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতেছ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করি-য়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সরো-বর অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশত এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ব্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়া-

ছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছি।

ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে পরুষবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। পূর্ব্বে তুমি আমারে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমারে যার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশসম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহারে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনারে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থায় ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাত-পুত্রগণের মধ্যে কোন্ গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাশ্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয়

বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তখন ভঙ্গাস্বন করিলেন, সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থার যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমারে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমারে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই। দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আমি আর পুরুষত্ব লাভে অভিলাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করিতেছি। সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি

স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি, স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়। ফলত ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃ-প্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহারে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্যসমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উহাঁর নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কি রূপে উহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির যৎকিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমন পূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যে রূপে ভগবান্ ভূতনাথের

দুর্ল্ভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনা-দিগের নিকট নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্র-গণকে দর্শন পূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমারে একটী মহা-বলপরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যে রূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারু-যশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎ-পাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমারেও সেইরূপে একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহারে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম; তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরা-ধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ,

লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদায় আপনারে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এই রূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে, আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাত! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমারে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি অদ্ভুত ভাব সমুদায় অবলোকন করিতে করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব, অর্জ্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল, বট, বরুণ, বৎসলাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, মাধবীলতা, মধুক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোন স্থান ভস্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য সরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত

রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপি, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থলস্খলিত মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে। নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া জহ্নুকন্যা উহাতে নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন। চীরচর্ম্মবল্কলধারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বাতাহারী, অম্বুপায়ী, জপ্যনিত্য, সংপ্রক্ষাল, ধ্যাননিত্য, ধূমপ্রাশ, উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচারী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এই রূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূটমণ্ডিত, চীরধারী, তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শান্তস্বভাব যুবা উপমন্যুকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমারে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে

কহিলেন, বাসুদেব! তুমি নিবিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমারে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শ-নীয় হইয়াও যে আমারে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হই-য়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নি-ত্রয়ের ত কুশল?

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাব সমুদায় সৃষ্টি ও সংহার করত দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদ-

র্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমারে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনাশার্থেই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোক মধ্যে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলত মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমুদায় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানব কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উহাঁরই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত শতবৎসরেরও অধিককাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি

যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপকার সাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নিরন্তর প্রতিভাত হয়। তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাহারে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণপ্রশংসিত পরম ধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের অরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশ লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাদেবের রোষপ্রভাবে সলিলসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না, স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামিসহবাস-ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। ত্রিলোক-মধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহা-দেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, নারদ! ইহলোকে তোমার

তুল্য তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান্ থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্য দ্বারা আমারে সন্তুষ্ট করিবে।

হে মাধব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যে রূপে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তৎসমুদায় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভীদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশত আমার দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্য সমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব। আমি ঐ কথা কহিলে জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞউপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে, উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম; সুতরাং সেই জননীপ্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধান্ন নয়। আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশত আমারে

আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রাম্য বক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না; ইহাঁরা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারে প্রসন্ন করিতে না পারিলে আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহারে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণতভাবে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! মহাদেব কে, তিনি কি রূপে প্রসন্ন হন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কি রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁহার রূপই বা কিপ্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সেই পুত্ত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্ত-কাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে আমারে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরা-

রাধ্য দুর্ব্বোধ্য দুর্লক্ষ্য ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধপ্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে রূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্তবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলূক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হন। সেই সর্ব্বভূতাত্মক সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব-

বাদী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগ-মেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণপরিত্যাগ ও রোদন করেন এবং কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। কখন বেদি, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ, ও কখন যুবারূপে লক্ষিত হন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীল লোহিতবর্ণ, কখন

বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আদ্যরূপী নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সপ্তাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূল-পাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের এক শত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া দেবদেবের আরাধনা করিলাম। এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না, তাহা জানিবার মানসে, দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিত শুণ্ড, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে কেয়ূর-

ভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরোগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল। তিনি আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহারে কহিলাম, দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখাসঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়, তাহাও শ্রেয়। কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাহাঁরা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্যভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহাদিগের কোন

সময়েই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। হে দেবেন্দ্র। আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমারে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলত কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কালপর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমারে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র

তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাঁহা হইতেই সমুদায় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহারে জ্ঞাত হইলে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূত-পালক, অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা। হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মারে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভূতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতা-মহ ব্রহ্মারে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে; তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহা-রই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতি-রেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না। দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং

চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সমুদায় তাঁহা হই-তেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকাম-প্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক। হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব; তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতারে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার শরণাপন্ন হই-তেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে এক-বার প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেত আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, অথচ অনঙ্গবিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বললাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে

পারেন এবং কেহই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য। আমি তাঁহারেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণসমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের

লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম; বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হরপার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নত হইয়াছে; যাহারা উহাঁদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবপদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীরে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীরে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতীদ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলত মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান যাহা ইচ্ছা হয় কর।

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া, হায়! অদ্যাপি ভূত-

ভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণবসদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, ঈষৎ বক্রাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাশা, কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষারগিরিসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

অনন্তর মূহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজ সমুদায় দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্যে পরিশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া বিধূম পাবকের

ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নবিভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্র সমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্নদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায়, ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র একপদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদ্গীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন ঐ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটী অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য, অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মহাদেব ঐ ত্রিলোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষসকুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহা দ্বারা

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতারে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রূকুটি বদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাঙ্গনে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন; প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন আর অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল; কেবল এই গুলি প্রধান বলিয়া বিশেষ রূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ঐ সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনোজবগামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বাম পার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব

পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মারে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উহাঁদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বিনির্গত হইয়া পরিবেশ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

হে কেশব! আমি সেই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়। কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী শুক্লভস্মদিগ্ধাঙ্গ এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনু-রক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্ত-মাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর, পীতচ্ছত্র ও কিরীট-ধারী। তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধকেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধ-কুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্ম-মাল্যধারী। তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্য-দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধ পীত, অর্দ্ধ পাণ্ডর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভ বাহন ও

গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক বিচিত্রমাল্য ও কুসুম দ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ূর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রাভরণবিভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যলোচন, যোগী, সাংখ্যশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমাল্যধারী। দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান্। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক, কামনাশন ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, সর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য,

মায়াবী এবং আমাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমারে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্ব ভূতের মধ্যে আত্মা, সাংখ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পাবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গমগণমধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাংখ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোকসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতিসমুদায়ের মধ্যে মোক্ষ, সাগরগণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদায় তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্তবৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞানবশত আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমারে ভক্ত মনে করিয়া তোমারে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করি নাই।

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহা-

দেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বু সম্বলিত দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। দেব-কিঙ্করগণ দিব্য দুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধী বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতীসমন্বিত ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমারে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভি-লষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।

আমি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলক-পূর্ণকলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম, হে দেবদেব! আজি আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান

করাতে বোধ হইতেছে যেন অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও যে আরাধ্য পরম পূজ্য অমিত পরাক্রম মহাত্মারে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, আজি আমি তাঁহারে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহারে পরমতত্ত্ব, নিত্য, ষড়্‌বিংশ, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মারে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুরে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজা রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী শোকদুঃখশূন্য ও দিব্য-

জ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীল গুণবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীর সমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে তুমি বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরম সুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমারে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব। কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমারে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমারে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছি। ঐ দেখ সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষসকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে কহিলাম, তপোধন! আপনার

আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকীনাথ কি আমারে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতিকাল মধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্য চক্ষুপ্রভাবে সততই তাঁহারে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আট্টী ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটী বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমারে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহনীয়। এক্ষণে আমি তোমারে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে। তখন আমি সেই মহাত্মা উপমন্যুরে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমারে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানু-

সারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস জলপান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম আকাশ-মণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীলপর্ব্বতের ন্যায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিতগাত্রে বিস্ময়বিকাশিতলোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্য-মালা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারে শরৎকালীন পরিবেশগত চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সম্বৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগ-পর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য,

প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ, অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমারে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজপ্রভাবে তাঁহারে অবলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমারে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমারে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, হে সনাতন বিশ্ববিধাত! মহর্ষিগণ তোমারে বেদের অধিপতি, তপস্যা, সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ

তোমারে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতিস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমারে ঐ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমারে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতি ও অব্যয়স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি মতি ও লোকসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয়, যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমারে হৃদয়াকাশশায়ী, পরম পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্‌দিগের পরম

গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতি ছয় গুণ, এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তোমাতে লীন হইতে পারে।

আমি এই রূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহারে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমারে আটটী বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটী বর প্রার্থনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে, আমি তাঁহারে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলাম, ভগবন! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি

যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে; এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহারে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আটটী বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাবে, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্ত সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমারে এই রূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমারে বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ পিণাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা তণ্ডি সমাধি দ্বারা দশসহস্র বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহারে চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন যে, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও যোগিগণ যাঁহারে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; আমি সেই অনাদিনিধন পরমসুখী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের এক মাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহারে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভূত-

ভাবন ভগবান্ মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্দিগের পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমারে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমারে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না তখন আমি কি রূপে তোমারে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরম ভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধ ও ঊর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র,

সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্ত্বা, অসত্ত্বা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ ও সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাহারে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহারে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহারে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের স্বষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইহাঁর মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইহাঁর কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের স্বষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যু বিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবনসমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসং-

সার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায় পদার্থ ইহাঁ হইতে সম্ভূত, ইহাঁতেই অবস্থিত ও ইহাঁতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামী-দিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইহাঁরে শাস্ত্র-মধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইহাঁর শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে আত্ম-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাঁরে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইহাঁরে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত-গণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁঙ্কাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃ-যানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণা-য়ন ও উত্তরায়নস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদবেত্তারা ঋক্‌বেদ দ্বারা ইহাঁর মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে

আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইহাঁর উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর। দিবা, রাত্রি, ইহাঁর চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ; পক্ষ ও মাস ইহাঁর মস্তক ও বায়ুস্বরূপ; ঋতু ইহাঁর বীর্য্য-স্বরূপ; তপস্যা ইহাঁর ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইহাঁর গুহ্য, উরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদায় ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগিগণ ইহাঁরে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাঁরে লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইহাঁর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান-নিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত

হন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক ; বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচপ্রকার গতি লাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদায় লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বেদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এই রূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয়। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ তথাস্তু বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এই রূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিরে বর প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে মহর্ষি তণ্ডি আমার

আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উহাঁর যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নামসমুদায় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান ভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূতহিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিতরূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহারে স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহারে স্তব করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধন জগতের আদিকারণ বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের, ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐ নামসমুদায় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিঘ্ন-নাশক ও পরমপবিত্রতা সম্পাদক। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য, অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগ-ধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন, যজ্ঞাদি ফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নামসমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতি-মান্, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্; যিনি দেবতাদিগেরও

দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতাদিগের অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হরিণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান্, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপা, ঘোরতপা, অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতা, মহাবল, সুবর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা,

কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, স্বরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উর্জ্জিতরূপ, বিনয়ান্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুণ্ড, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চা, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপী, মহাতপা, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত, পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীরবলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানল, বিষ্বক্সেন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মান্‌দিগের গতিপ্রকাশক শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীখলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত,

আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অসুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেঢ্রজ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শত্রুনাশন, সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধু নিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলের বিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদায় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বনস্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুলতেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন,

মৃত্যু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়বেত্তা, বসন্ত, পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গ্রহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান্, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দন্ত, অদন্ত, দন্তবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শক্রবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবির্ভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী

ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামমুখ, ঋক্‌লোচন, যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ডবেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশ সূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধনমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, সর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্দ্ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত,

শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্নবেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী, হিমালয় নিবাসী, কূলহারী, কূলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগদ্গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতুমালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূত গৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী, ভব, অমোঘ, সংযত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান, মতিমান, দক্ষ, সৎকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীতি, মনুষ্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণসেবিত, মহাকেতু, মহাধাতা, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন,

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মা, সহায়, দেবাসুর-পতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়, সর্ব্বসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসু-শ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা, বিশেষ বিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদ-ভিন্ন, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্ত-দৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরম-পদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশা, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা, মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান, সুখাবির্ভূত, গান্ধার-দেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব্ব-কার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপ-মন্ত্র, কণিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশ-শক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, বেদগর্ভ, একার্ণবজলে আবির্ভূত,

রশ্মিমান্, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব-জনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমুক্তি, তীক্ষ্ণতেজা, স্বয়ম্ভু, উপাধি-শূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্র স্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার, কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধৃক্, উমাধব, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রযতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যর্ষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সঙ্খ্যাতীত, কাল, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অঙ্কুর, কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুর সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুরনিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাতিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুরবরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুরপূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবি-ক্রম, বিদ্বান, নির্ম্মল, রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তী-শ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্রবরণীয়, দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎপাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ, স্বভাব,

পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বতশিখরপ্রিয়, শনৈশ্চর, রাজ-রাজ, নির্দ্দোষ, অভিরাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজ, হিমালয়, প্রাপ্তসমাধি নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পরব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহারে স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণও যাঁহারে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহারে স্তব দ্বারা পরি-তুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনুমতি ক্রমে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্রনাম উচ্চা-রণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চ-য়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেবদেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরিতুষ্ট হন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত, অতুলতেজঃসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপ-বেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষপরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টিলাভ করেন। মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসার মধ্যে নানা যোনিতে পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিবভক্তি

লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেই এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসার-পাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এই রূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্ব-পাপনাশন স্বর্গযোগ মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাঙ্খ্যযোগোক্ত পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠ করিলে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে, তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুরে, মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপা তণ্ডিরে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে,

শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুরে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতরে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমারে ইহা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বেদসম্মত পবিত্র স্তব তোমারে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমিও অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে। দেবপূজিত সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে সংসারবন্ধনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আনস্বায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহি-

লেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি গোকর্ণ তীর্থে এক শত বৎসর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরাদুঃখবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনিসমুদ্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমারে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া 'তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে' বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছেন, বৎস ! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিতদেবল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের

শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্মসমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমারে সেই ধর্ম্ম, যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতেছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ আমারে কহিলেন, তোমার এ সামবেদ পাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না। এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্ট চিত্তে আমারে শাপ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি জলবায়ুবিহীন মৃগাদিপশুবিবর্জ্জিত সিংহ ও রুরুপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অযজ্ঞীয়পাদপাকুল কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্ট শত বৎসর অবস্থান করিবে। ভগবান্ বরিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমারে কহিলেন, বৎস! তুমি অজর, অমর ও পরম সুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সুখদুঃখের বিধাতা, ধারণকর্ত্তা ও কায়মনোবাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস ! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমারে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্ ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্ন সহকারে আমারে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপা মহাতেজা মহাযোগী মহাযশা বেদের

বিভাগকর্ত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ দয়ার্দ্রস্বভাব পরম সুপণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা ইতিহাসরচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমারে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমারে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গালব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমারে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস ! তুমি নিতান্ত বালক অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে, আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান ভূতভাবন আমারে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহারে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎস ! আজি আমার পরম সৌভাগ্য ! যে তোমারে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা

যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এই-রূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমারে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কলু-ষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহারে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কাল-হরণ করেন, তাঁহারে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগ-বান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগা-দির উচ্ছেদ ও লোকসমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেব-দেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে তাহারে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপা-সনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট পক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানীপতিরশরণা-পন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদসমুদায়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা নিয়মসমুদায়, স্বাহা, বৌষট, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্‌দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদায়, সুযাম, তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপত্তদৃষ্টিপ নামক দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযমনা, মহর্ষিসমুদায় বিশুদ্ধকার্য্য, নির্ম্মাণনিয়ত দেবতাগণ, স্পর্শ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু, সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যে সমুদায় দেবতা আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্রতত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমারে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়,

যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন. তাঁহারা আপনাদিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যারে 'তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যারে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় সুখসাধন করিতেছে তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন, তাহাই

বা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? অতএব আমার বোধ হয় ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি সম্ভবরূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উহারে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, বৎস ! তুমি একবার উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক এক জনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমারে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমারে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমারে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, বৎস ! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গরাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাআহ্লাদে তানপ্রদান পুরঃসর নৃত্য গীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। কৈলাস পর্ব্ব-

তের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠাম করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উহাঁদের উভয়েরই অতি সন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু কাল রাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘসন্নিভ অতি রমণীয় এক নীলবন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি তাঁহারে দর্শন পূর্ব্বক পরম যত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমারে কন্যা প্রদান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমারে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া, ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদায়িনী বাহুদা নদীর পবিত্র জলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতি-

বাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন নিশাচরগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আসন ও

পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহারে কহিলেন, যক্ষরাজ! অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এই রূপে অনুমতি প্রদান করিলে, নানাবেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিস্বন করিতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে মহাতপা ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের একবৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকার দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমারে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হউক। আমি চলিলাম। ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহারে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রমশ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সকলপ্রকার পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন বিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থসমুদায় যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদায় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চন পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কল-

কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদায় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল। ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি অতিথি; এক্ষণে তোমারা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমারে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা অতিথিরে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটী কন্যার মধ্যে যাহারে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণা সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধারে নিরীক্ষণ করিয়া, মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন

করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখলাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধারে কহিলেন, রজনী ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর। বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহারে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহারে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনারে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি আপনারে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি

প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এত কাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার মনোরথ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে আমিও আপনার সমুদায় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক ও অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাঁহারে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচই পরনারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মত পুত্র লাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভলোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

তখন বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্ ! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ উহাদিগের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন ! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদায় অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।

বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে ! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয় সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি। এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর। তখন স্থবিরা কহিল, ভগবন্ ! আপনি এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগসুখের আস্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধারে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে

সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীরে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা! এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃত-রূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহারে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। মহর্ষি এই-রূপ চিন্তা করিতে করিতে এক দিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন। তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতস্নান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতিবিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহারে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার কর স্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়া-

ছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে। অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধারে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব। তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিরে এই কথা কহিয়া তাঁহারে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

দ্বিজবর এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহারে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনারে পরদারমর্ষণজন্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

তখন বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনারে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশত কামাদিরিপুসমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি, অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি আপনারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনারে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণি গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলত আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমারে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার সম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোক মধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা কহিলেন, দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-

চর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিতেছি। আমি কন্যা; অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহারে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমারে পরীক্ষার্থ এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব? অষ্টাবক্র সেই কামিনীরে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতিপূর্ব্বে অতি জীর্ণা ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে, না জানি পরে আবার কোনরূপ পরিগ্রহ করিবে! যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যারে বিবাহ করিব।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উহাঁর শয্যায় গমন করিল, তৎকালে উহার ঐ মহাতেজা মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কিরূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই

স্ত্রীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমারে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! স্বর্গ মর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় লোকেই স্ত্রী পুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক্। তোমারে স্ত্রী লোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমারে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যারে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমারে প্রসন্ন করিয়াছেন ; আমি তাঁহার

সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তোমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহেপ্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহারে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনকার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে মহর্ষি বদান্য তাঁহারে কহিলেন, বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র। তোমারে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধি পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পরমসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয় সুখসাধনস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্ন সম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন, স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহারে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপ-যুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্য সাধন সময়ে কি নিমিত্ত উহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্ম-ণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য্য সাধন কালে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত স্বসম্পর্কীয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল তাঁহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস লজ্জাসম্পন্ন সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারিজন সমবেত হইয়া কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদ্গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ সম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাঙ্গবেদ, সাঙ্খ্য পুরাণ ও কৌলিন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মান-

দণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফল লাভ হয় কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিত্রুদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রত লোপ হয়; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গো-মহিষাদির মাংস ভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহা-

দির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহারপ্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহারে বলে? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণির প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজন সন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে

ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিরে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কি রূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরিগণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে, মহাফল লাভ হয় এবং কি প্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্ম পরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন এক মাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে, পরকালে আর দাতারে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহারে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহারে সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সুরর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্লে দৈবকার্য্য অপরাহ্লে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্লে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ কীট নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্র ক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা অতিথি ও বালকাদিরে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে মহারাজ! এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মার-রোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্র-যাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতন ভুক অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত মৃতনির্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী,

প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি বিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র ব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রী জপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাম্ভিক ও শুষ্কতর্ক পরাঙ্মুখ তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিক্‌বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহারে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়ন্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের

প্রণবোচ্চারণ বিহীন পুণ্যাহবাক্য বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাত কর্ম্মাদি ক্রিয়া কলাপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্‌বজতৃণ নির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্রে গমন করেন তাহা হইলে বৃথা জীবহিংসার সম্পূর্ণ পাপ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপ ভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশত দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহাদিগের পত্নিগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট

দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদায় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ লাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ব্রতনিয়ম পরায়ণ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট দান বিষয়ক মহৎফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয় নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে; যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে, যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে, যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা

স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, যাহারা পর-দোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃ-তজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপ-কার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা আশাগ্রস্ত, নির্দ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃত-শ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথি-দিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, যাহারা বেদ বিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে, যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশ বিক্রয়, বিষবিক্রয়, ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা, যাহারা গো ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলাশঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্ত-গণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা স্বকার্য্য-সাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, চিরসহচর ও

ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্য-গণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদায় বিনষ্ট হয়, অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্য-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্মপ্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যা লাভ করিয়া প্রতি-গ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচার-পরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না; যাঁহারা কুল, আশ্রম ও গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহারা অন্নপান বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা; যাঁহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদ-র্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল অর্থশালী মহাবলপরা-ক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাঁহারা

স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখ সম্পাদনে যত্নবান হন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর দৈব ও পিত্র্য-কার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষিনির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমারে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে জিজ্ঞাসা করি-লাম, ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে

জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য-প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমারে কহিলেন, শান্তনুতনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষা-প্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্ব্বোধ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিলপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষি-প্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যারে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গুব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তীর্থদর্শন, তীর্থে স্নান ও তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহি-য়াছে, আপনি তৎসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহাই শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইবে। একদা

মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তীর্থসমুদায়ের পবিত্রতা-বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থ সমুদায় পবিত্র কি না তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

অঙ্গিরা কহিলেন, মহর্ষে! তীর্থ সমুদায় পরম পবিত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালা-সঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপ-শূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীর দেশে যে সমস্ত নদী মহানদ সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অব-গাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুস্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উঁহারে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবন্ত তীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধ-মাদন পর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গ-তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখল তীর্থে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে

স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান, যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে এক-মাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎ-কারলাভে সমর্থ হন। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বর্গভোগানন্তর পুনরায় জীব-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাস মাত্র উপবাস পূর্ব্বক মহাশ্রম তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চ-য়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া মহা-হ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশ ও কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনী তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লাভ হয়। মহাগঙ্গা ও কৃত্তিকাঙ্গারক তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিঙ্কিনী-কাশ্রম ও বৈমানিক তীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অপ্সরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য ব্রহ্ম-চারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রম তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা দ্বারা মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-লাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুর তীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয়

হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবনতীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্মপদ তীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক উপবাস করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া এক পক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণ লাভ হয়। কৌশীকী তীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া একবিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। মতঙ্গরূপী অনালম্ব, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নরমেধের ফললাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপল বন তীর্থে অবগাহন ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ষষ্টিহ্রদ তীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মরুদ্গণ ও পিতৃগণের আশ্রম এবং বৈবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ ও তথায় এক মাস

কাল উপবাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একেবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কালবিঙ্গ তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে, অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীরপুরে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালা তীর্থে তর্পণ ও স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অতি পবিত্র মনে মহাহ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অবস্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরিশূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। নর্ম্মদা ও সূর্পারক সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে, নরপতিবংশে জন্ম লাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে, এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন

এবং চাণ্ডালিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কৌপীনধারণ ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটী কুমারী লাভ হইয়া থাকে। যিনি কুমারিকা হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহারে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত চিত্তে অমাবশ্যাতে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জালক তীর্থ, আর্ষ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যা তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ডালক তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য পরিশোভিত ব্রহ্মসরো-বরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক পর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধ-জন্য ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণহা ব্যক্তি শতযোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসে গমন করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্ব-রের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র, সমুদায় রত্নের আকর, সিদ্ধ চারণগণনিষেবিত ও ভগবান্ ভূত-নাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের

অর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থগমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু, সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রাউপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরার নিকট এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্ত্তন্ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র! লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক জাতিস্মর হন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন, সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সম্বর্ত্ত, প্রমিতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব,

ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃষা, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণে আপনারে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যাহার পর নাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্‌সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মন একবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ

করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হই-লেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহারে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সৎ-কৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরম সুখে এক রাত্রি যাপন করি-লেন। পর দিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষ-দের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীরে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদায় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরা-ধনা করিয়া যে গতি লাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গা-জলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য

লাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিল প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত না হয়, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পহীন তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরসপরিশূন্য যজ্ঞ, দিবা-করবিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকা-শের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদায় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে, যার পরনাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত গঙ্গা-জল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অনু-ষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফল লাভ হয়, গঙ্গাতে একমাস ঐ রূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তূলরাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদায় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোক-

দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদায় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হন। যাহারা বিনয়াচারহীন ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচারপরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগদিগের সুধা যেরূপ প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব, সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীর উপজীবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য

দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়। বায়ু গঙ্গা-সলিলসংযুক্ত হইয়া যাহারে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোকপ্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীত শব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীরভূমি দ্বারা পর্ব্বত সমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গোকুলপরিপূর্ণ গঙ্গারে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, স্বর্গ লোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শন ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে

যেরূপ ফল লাভ হয়, পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীরে অবলোকন না করে, পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহারে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতী ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহারে আশ্রয় করেন, সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীরে চিন্তা করে তাহার নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাবজ্জীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহারে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন। যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গাদর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

নয়নপ্রীতিকর। যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সগরসন্ততি সমুদায়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উহাঁর যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধূত বেগবান পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা সমৃদ্ধিদায়িনী দুরবগাহা বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্য লাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনিষেবিত বিশ্বরূপা সুরধুনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা কর্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্বভূতের আশ্রয় বিষ্ণুমাতা ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহার খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্‌বিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরে গঙ্গাদর্শন

করান, কার্ত্তিকেয়জননী সুবর্ণগর্ভা ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতি-নিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ লাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা হিমালয়দুহিতা শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালা সমলঙ্কৃত বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে ও পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মল-তোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নি রন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা মহর্ষিগণপূজ্যা পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোক সমুদায়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন ; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মা-দিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। জিতে-ন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা জগন্মাতা ভগ-বতী ভাগীরথীরে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীরে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কাল-হরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগী-

রথীর গুণের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদায় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদিও সুমেরুর রত্নসমুদায় ও সমুদ্রের অগাধ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদায় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদায় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশ বিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরম সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রেই প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এই রূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্ল্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তব সম্বলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনারে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটীর মধ্যে কোন্টী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গগর্দ্দভী সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে

আরোহণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কষাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমারে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমারে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি ইহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিসুলভ অসৎভাব ইহারে তোমার প্রতি সদ্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ করিতেছে।

গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যে রূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চাণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে

নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চাণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে যজ্ঞীয়দ্রব্য আহরণ-রূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিত! যে ব্যক্তি চণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কি রূপে কুশলী হইবে? এই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যা দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমারে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি; তুমি আমার

নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয় লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি রূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া, এক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবে। তথাপি আমি তোমারে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমত পুক্কশ বা চাণ্ডালযোনিতে

উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা ; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণ-কুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র-জীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথাবাগ্মিতণ্ডা তাহারে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয় ; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এক-কালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়-ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় বিরত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর

সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রহ্মণ্য লাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোন রূপেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ঠ ও শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, ফলত ব্রাহ্মণ্য লাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত

হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমারে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমারে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিতরূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহ অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রহ্মণ্য লাভে বঞ্চিত হইব। হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমারে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার

প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃত থাকে, তাহা হইলে আপনি আমারে অন্য অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুর-রাজ ইন্দ্র তাঁহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে কাম-চারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমু-দায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা মত-ঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কি রূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে

আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বীতহব্য যে রূপে লোক-সংকৃত দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ব্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিবিশারদ এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতহব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারেও সংহার পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ কুলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের

অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারে হতবাহন, হতযোধ ও ক্ষীণকোষ হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতিতনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহা বিশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

দিবোদাস কহিলেন, ভগবন্! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমি ভিন্ন আর কাহারেই অবশিষ্ট রাখে নাই। তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই পুত্রের বলবীর্য্যপ্রভাবে বীত-

হব্যের বংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহারে যোগে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগপ্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরর্ষি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাসতনয় শরাসন, খড়্গ, ঘর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দ্দন পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, নগরাকার রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ

নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বীত-হব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া, অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করি-লেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্ন-মস্তক হইয়া, রুধিরাক্ত কলেবরে কুঠারকর্ত্তিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমর শয্যায় শয়ান দেখিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপ-স্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমু-পস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণ-মধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিরে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিধানা-নুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? তখনপ্রতর্দ্দন কহিলেন,ভগবন্!

আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাহারে পরিত্যাগ করুন। তাহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহারে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, প্রতর্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন; সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনারে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই রূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্রেই ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসম-

দের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ উহাঁরে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋকবেদমধ্যে উহাঁর গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উহাঁর সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতা নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র বিহব্য। বিহব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা। শ্রবার পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ব্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ব্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই রূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তিরা পূজ্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে নারদ বাসুদেব সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভক্তি পূর্ব্বক কাহারে নমস্কার করিতেছেন? যদি

বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী ও বেদপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে বেদকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্যসমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিত রূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদায় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্ত মনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় সতত

নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশ ক্ষীণ না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আধার এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উহাঁদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উহাঁরা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদায় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমারে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষাপরিশূন্য, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মারে পরিশুদ্ধ করেন, যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথা নিয়মে ভোজ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত

ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজার ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমারে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও

করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও। আজি আমি তোমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদায় কাশিরাজ্য ও জীবনপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে ইহারে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহারে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণ পূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহারে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন ইহার কেবল এক এক বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহারে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু; তৃষার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আকাশচারী বিহগকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমারে আমার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনারে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্য-শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গম! আজি আমি তোমারে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর। আমি কখনই শরণাগত প্রতিপালনরূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোন মতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।

তখন শ্যেন কহিল, মহারাজ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে, কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমারে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।

শ্যেন পক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! আজি তুমি আমারে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি অবিলম্বেই তোমারে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীরে এই কথা কহিয়া, তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন করত প্রদান করিতে লাগিলেন। নানারত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া

অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালনপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সৎকার্য্যপ্রভাবে সুবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবি রাজার ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগে অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎস্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

সেই বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সৎ-কার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিরে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহীপালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহ-লোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহাদিগকে বহু-বিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান, তাঁহাদের প্রতি শান্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্য-কেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতি-পালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে থাকে। আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে মারণো-চ্চাটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা সমগ্র

দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন পূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহাঁদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাঁদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উহাঁদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উহাঁদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি যার পর নাই অকপট। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হন। সেই নানাকর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞান সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক,

গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উহাঁদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহাঁরা দেবতারে অদেবতা ও অদেবতারে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উহাঁদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজন্তুবিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মহত্যারে মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে উহাঁদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক পরম সুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টি দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণকে। সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গল লাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজ্য মধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে

সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ বিষয় সমুদায়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়, তৎসমুদায়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পৃথিবীবাসুদেবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম

পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহারে প্রশংসা করেন, সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহারে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণপ্রভাবে প্রথমে সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া, পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহারে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথি রূপে সুপক্ক অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুবর্গ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাবিৎ পণ্ডি-

তেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুদিগের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোকমধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়,

কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের স্থষ্টি, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতু বন্ধন দ্বারা গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবীশাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধৰ্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্রশম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

শম্বর কহিলেন, মহাত্মন! আমি কখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি। তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমারে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি। আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমারে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমারে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদায়ই গ্রহণ এবং

একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, নিশাকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন?

তখন চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহারে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকাদিরে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কন্যকা গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ

করিলেন, আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া, অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব, চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহারে সৎ-পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উহাঁরা সকলেই সৎপাত্র। উহাঁ-দিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উহাঁদিগকে প্রার্থনানুরূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্টপ্রদান করে, তাহারে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও ধর্ম্ম-হিংসা না করিয়া, কাহারে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানা-স্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবি-শেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য,

অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগেকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্‌জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘু-

চিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়ারে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! আমি তোমারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমারে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! যদি আপনি আমারে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তোমারে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কিরূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমারে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে যথার্থরূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যা-

দিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গুপ্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের এক দিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিরেও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্যসমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি

উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলত ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূৰ্ব্বকালীন ধৰ্ম্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রত্যধৰ্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূৰ্ব্বে কোন কামিনীরে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য। এক্ষণে পূৰ্ব্বে মহাত্মা বিপুল যে রূপে গুরুপত্নীরে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সৰ্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সৰ্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূৰ্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধাৰ্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সৰ্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বন পূৰ্ব্বক

অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান কমল-যোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল; ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল। স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহা-দিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটু-বাক্যপ্রয়োগ ও রতি এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যে রূপে গুরুপত্নীরে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাঁহার রুচি নামে এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেব-দানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া, তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কি রূপে ভার্য্যারে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়-শিষ্য বিপুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাব-ধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহাতপা বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগ-বন্! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র,

কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিৎ, কখন বায়ুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহারে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিনী রুচিরে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উহাঁরে দূষিত করিতে না পারে।

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি রূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীরে রক্ষা করি। দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবলপরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বাররোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া, কোন রূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও

গুরুপত্নীরে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরু-পত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাঁরে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজি উহাঁরে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হন, তাহা হইলে রোষবশত নিশ্চয়ই আমারে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইহাঁরে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজি আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাঁরে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমারে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজি আমি এইরূপে উহাঁর শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া, ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণ পূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর স্তব্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া

রমণীজনলোভনীয় মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপা বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবেউপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুবদনা কমলনয়না পৃথুনিতম্বিনী রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীরে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাহার ইন্দ্রিয়সমুদায় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিরে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহারে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "হে দেবরাজ তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে

আগমন করিয়াছ” এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এই-রূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। পরিশেষে সুর-রাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীর দেহমধ্যে অতুল তেজঃসম্পন্ন মহাতপা বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবামাত্র অভিশাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন মহাতপা বিপুল অবিলম্বে গুরুপত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তা-দোষ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। এক বার এইরূপ অজিতে-ন্দ্রিয়তানিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্। তোর তুল্য মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীরে রক্ষা করিতেছি। অতএব তুই অবি-লম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর্। আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এস্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপা দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোরে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না।

কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোরে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিস্, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপা দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপা বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহারে তাঁহার ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীরে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন মহাতপা দেবশর্ম্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহারে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে। দেবশর্ম্মা এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতপা দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিজন বিপিনে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয় লোক পরাজয় করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া মহাস্পর্দ্ধাসহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতী ভবনে একটী মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী সেই উপলক্ষে স্বীয় ভগিনী রুচিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধ-যুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কানন মধ্যে নিপ-তিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদায় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন। অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিরে কহিলেন, ভগিনী! তুমি আশ্রমে গমন পূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোন ক্রমে বিস্মৃত হইও না। অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহ-রণার্থে গমন কর। তখন মহাতপা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণ-মাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায়

গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও ম্লান হয় নাই। মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পা নগরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পারের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী তদ্দর্শনে তাহারে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে? সে কহিল, আমি আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই। এই রূপে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্নবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি অতি কষ্টে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্যশ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমারে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্নমনে স্বীয় দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে

নিপতিত হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় অক্ষদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশত অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐ রূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনারে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিরে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম ; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, চম্পা নগরীতে আগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথা নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মহা বনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি। তুমি যে রূপে রুচিরে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

বিপুল কহিলেন, ভগবন্! আমি মহা বনে যে নরমিথুন ও

যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কি রূপেই বা আমার কার্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মহারণ্যে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না' এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিরে যে রূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদ্গতি লাভ হইবে। তুমি ভয়প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া 'উহা কেহই অবগত হয় নাই, মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবারাত্রি ও ঋতুসমুদায় তোমারে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মানবগণ শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিরে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধবশত তোমারে

অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিরে রক্ষা করিবার সময় তোমার মন বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যে রূপে আমার পত্নীরে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে পারিবে। মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহারে ও ভার্য্যারে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা অবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহারেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার

নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহারে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীরে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজন প্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহারে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাপ্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহারে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহারে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহারে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনপ্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুইপ্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিনপ্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যারে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যারে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রারেও গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎ-পাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের গর্ব্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক পাত্র দশবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যারে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহারে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ড ও পিতার সগোত্র কন্যারে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমত এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্কপ্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহারে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বল প্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভপ্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক জনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহারে কন্যা দান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহারে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের

হানি হইবার সম্ভাবনা ; অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়। কন্যার বন্ধুবান্ধবব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধি পূর্ব্বক উহারে এক পাত্রে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহারে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যারে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলত কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে, বর যদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহারে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে ; অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহারে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুল্কগ্রহণ করে, সেই কন্যারে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যাকর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটী শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরি-

জ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না, শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয় বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহারে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্ব্বক "তুমি আমার এই কন্যারে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর" এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যারে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলত যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদবধি এক জনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে কন্যাপহারদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষিদিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিরে কদাচই কন্যা প্রদান করিবে না। কারণ ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যাক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন বহু-

তর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্ত্রীত্বনিশ্চয়-কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পূর্ব্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদায় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টী বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণি-গ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লিক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যা-টীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহারে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতার বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, পিত! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বাহ্লিক আমার বাক্য শ্রবণে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককে ভার্য্যাত্ব-সিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণি-গ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণব্যতীত শুল্কপ্রদান-কেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভার্য্যাত্ব-সিদ্ধ হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ; কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই।

অতএব যাহারা ক্রয় বিক্রয়কে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যাক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। যাহারা দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

একদা কয়েক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহারাজ! এক জন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যারে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজ্জনগণ! শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহারে অবিচারিত চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্ক প্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যারে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহারে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে

তাঁহারে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না ; কেবল মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগদোষে দূষিত হইতে হয় । ফলত সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে । যাহারে জলপ্রদান পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয় । ব্রাহ্মণ অনুকূলা সদৃশ-বংশোদ্ভবা অগ্নিসমীপবর্ত্তিণী কন্যারে সপ্তপদী গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন ।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদান পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়-দিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না । শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী । ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু অন্য কেহই বিধি পূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না । যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণ বশত বহু-দিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতি ক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন । পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বয়ং মনো-

নীত পতিরে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যারে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম ; কিন্তু রতি, স্ত্রী পুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যাসত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পুত্র আত্মাস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র, পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ড দান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যারে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্রগ্রহণ

করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যারে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক পুত্ত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তক পুত্ত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ত্তে অসূয়াপরতন্ত্র অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে, তাহারে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্কগ্রহণ করিয়া তাহারে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করুন, তাঁহারে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহারে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশু-বিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস

বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপতিত হইতে হয়।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যারে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তারে শুল্কগ্রহণজন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যারে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই

উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্নসহ-কারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মানলাভের ইচ্ছাকরে ; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমু-দায়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হই-তেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য-প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অত-এব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীরে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীরে নিগ্রহ করা হয়।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহরেই জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপ-

নার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিবে? আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্ত বিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগ বাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহারে শূদ্রাসম্ভোগবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ব্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যানপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ব্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারিঅংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভসঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ব্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার

করিবে এবং শূদ্রার গর্ব্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈতৃক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহারে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ব্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রা-তনয় শম দম প্রভৃতি সদ্গুণবিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধনহইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলেই গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্টজাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহারে পৈতৃক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র

উৎপন্ন হউক বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ব্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীরে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্যা তৎসমুদায় অধিকার করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহারে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার যে সমুদায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীরেই

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীরে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয়দ্রব্য, কেশ সংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতেপারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তারে বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের

ধন ও স্ত্রীপুত্ত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্ত্র অপেক্ষা যে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্ত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি ? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্ত্র বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্ত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রাদিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে ; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্ত্রোৎপাদন করিবেন, তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্ত্র চারি ভাগ, বৈশ্যাগর্ব্ভসম্ভূত পুত্ত্র তিন ভাগ এবং শূদ্রার গর্ব্ভসম্ভূত পুত্ত্রএকভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে শূদ্রাগর্ব্ভজ পুত্ত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভসম্ভূত পুত্ত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রারে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ব্ভে পুত্ত্রোৎপাদন করিবে তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে।

তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কথনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণারে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের এক-শত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলত সমুদায় বর্ণেরই সবর্ণা গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্ব-লোকপিতাহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়া-ছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভ-সম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অর্থলোভ কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উহাদের কার্য্য সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বোষ্ঠ ও শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রা পুত্র বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্র সবর্ণা কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট

বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে যে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান

জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধ দেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতগুলি বাগুরা বন্ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুর, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কসেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহারে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণ-ব্যতিক্রম বশত এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়েকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার

গর্ভজাত পুত্র পিতারে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদি সম্পন্ন হয় আমরা কি রূপে তাহারে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোন রূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতি স্বভাবনিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধ-

স্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টি-গোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপ-নার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশত হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অন্যরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশী ভার্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়? পুত্র কয়প্রকার? এবং অধ্যোঢ়াদি পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনু-

মতিনিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহারে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারে ক্রীতপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর ঐ গর্ব্ভজাত পুত্রকে অব্যূঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদায় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহারে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহারে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহারে চেল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত

পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয়প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয়প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর প্রাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহারে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসঞ্জাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক কোন কারণবশত তাহারে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহারে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কি প্রকার? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কি রূপে সম্পাদিত হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন, আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও

বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানু-সারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া দর্শনে কিরূপ ক্লেশ হয়? যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে? এবং গোসমুদায়ের মহাত্ম্যই বা কিরূপ? আপনি এই কয়েকটী বিষয়, সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষচ্যবন-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জল-মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিরে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন

বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহারে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্যসংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতনসূত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই সেই জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণ পূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটাজূটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বূক প্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহারে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিরে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞানতানিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন। মৎস্যজীবিগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যব্রতপরায়ণ নরপতিরে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে আমারে আপনার কি প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনি আমারে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্ ! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে ; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্য স্বরূপ উহাদিগকে একলক্ষ মূদ্রা প্রদান করা যায়।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ একলক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্ ! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মুল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্ ! তবে ধীবরদিগকে আপনার

মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য তাহাই প্রদান কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত ফলমূলাহারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনারে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না। অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমারে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাক্, সমুদায়

বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজি মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমারে উদ্ধার করুন।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদায় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উহাঁদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন। তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে মহা আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনারে ক্রয় করিলাম।

মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি চ্যবন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমারে যথার্থ মূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নমস্য

ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিস্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ! সম্পূর্ণ রূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশমাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! যতক্ষণে সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিকট এই গাভী গ্রহণ করুন।

চ্যবন কহিলেন, হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ

দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদায়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভ-জাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিরে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন নরপতি মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। নহুষ এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিদ্বয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্লেশ, অন্যসহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জমদগ্নিনন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহার কি রূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন ? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, এই বিষয়ে আমার আরও এই একটী সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচিক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচিকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন ? আপনি পুরাবৃত্তে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত গুণ দোষ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মত কি ? তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলত পত্নীই পতির সহিত

সতত একত্র বাস করিতে পারে তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব। মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহারে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রমনে তাঁহারে বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, আমি অবিচারিতচিত্তে আপনারে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনিই এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিতমাত্র রহিলাম।

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয়প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রীসমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি

কোন একটী নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়কেই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহারে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপস্থিত হই-

য়াছে; আমি শয়ন করিব। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহারে শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমারে জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও। তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর মহর্ষি একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহারে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে মহারাজ কুশিক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহারে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যায় আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারে বহুদিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎ কাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার স্নান

করিতে বাসনা হইয়াছে ; অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও। তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এই রূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান-শালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপ-যুক্ত বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদায় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আন-য়ন করি। তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নর-পতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বরে সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানাপ্রকার রস, এবং মুনিভোগ্য রাজভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা, আসনও মহার্হ বস্ত্রসমুদায় আনয়ন পূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্য

দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই-লেন না। তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষেই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমী-পস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য অন্ন শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এই রূপে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোন রূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমারে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে; আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব। চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণ-সুশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যারে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণ ভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এই রূপে রথে যোজিত হইলে মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর! আমি যেন পরিশ্রান্ত না হইয়া পরম সুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদায় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর। তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তীসমুদায় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিরে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদায় লোক

কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহারে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কষাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুরবস্থা-দর্শনে যাহার পর নাই শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিরে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল। আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উহাঁরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিরে বহন করিতেছেন, কিন্তু মহর্ষি উহাঁদের কিছুমাত্র বিরক্তিভাব দর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজদম্পতিরে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথ বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই দম্পতিরে রথ হইতে

মুক্ত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্যদর্শনে অতিশয় প্রীত হই-য়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমা-দিগকে তাহাই প্রদান করিব। মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব, এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতি গমন কর। কল্য এই স্থলে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হইবে।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমরা কিছু-মাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া-ছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীরে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখি-

তেছি। এই সমুদায় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর; কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত এক-শয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তি-বর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপো-বন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান পূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভসুশোভিত গন্ধর্ব্ব-নগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ

গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুট্টিম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজাল-মণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণিআমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিক প্রভৃতি পাদপ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপলসমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোযষ্টিক, কুক্কুভ, ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবজীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি কখন সুমধুর গীতধ্বনি ও হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; অথবা এই ঘটনা যথার্থ। আমি কি সশরীরে পরম গতি লাভ করিলাম; কিম্বা উত্তর-

কুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম। যাহা হউক আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদায় কি ? মহারাজ কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতী সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল। গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ, বল্মীকলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীরে কহিলেন, প্রিয়ে ! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে ? এক্ষণে বোধ হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদায় অধিকার করা যায়, সন্দেহ নাই। তপোবলপ্রাপ্তি বিশ্বরাজ্য লাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি

আশ্চর্য্য প্রভাব! ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোক সমুদায় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহাঁ অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্যে দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্য লাভ করা সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।

এই রূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদায়ই অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অদূরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে ভার্য্যার সহিত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহারে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমারে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমারে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহারে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার সংশয় ছেদন ও তোমারে বর-প্রদান করিব।

তখন নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার আমার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া পরক্ষণেই দর্শন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সমুদায় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজন পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমারে

কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিদ্রুমময় পর্য্যঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছু-মাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যো-পান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ বিনাশ বাসনায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমারে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য ক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করি নাই। সেই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহি-য়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না। আমি এই অভি-সন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ

করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ 'আপনি কোথায় গমন করিতেছেন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমারে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবা-নিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলেই আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব, কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজন-সামগ্রী সমুদায় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কার দর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে; কিন্তু তুমি অবিকৃত চিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্ব্বক তোমারে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমারে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধন দান পূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শন-

সুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদায় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমত ব্রাহ্মণ্য লাভ, ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্ব লাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক সশঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমারে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ

হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যে রূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশত ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহত চিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উহাঁর গর্ভে আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন সদৃশ তেজস্বী উর্ব্ব নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই উর্ব্ব ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানলের সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনীরে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহারে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বামুখে নিক্ষেপ করিবে। উর্ব্বের ঋচীকনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও

শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যারে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ দুই চরু প্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রর্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রাম নামে পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রাহ্মতেজমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার

প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চরিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমারে অভিলষিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তথাস্তু বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপে সম্বন্ধনিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইতেছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমারে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমুদায় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে! যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে

বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষরূপে আমারে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্য দ্বারা পরলোকে যে রূপ গতিলাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা যশ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্ম লাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়। যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব, যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চনা করেন তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা অনশনব্রত অব-

লম্বন করেন তাঁহারা স্বর্গ, যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ, যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিবিধ শয্যা আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। রস সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্ত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্যরূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্ত্বা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহজন্মে যাহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্ত্র লাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যা দান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া

থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ, ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়, যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া

থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফলপ্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয় ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোক লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধান-সম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাস বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। তখন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার

একান্ত অভিলাষ হইতেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত নয়নাহ্লাদকর সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয় খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোক-মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্ব-ভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়। অত-এব জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষিগণ জলাশয় খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে, তিনি বহুসুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলা-

শয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহারে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশ-ভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদপ্রমোদ কর। কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা পরলোক গমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়।

পাদপগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহারা ফলপুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ সন্দেহ নাই। জলাশয় দাতা, বৃক্ষরোপণ কর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠান কারী ও সত্যবাদী ইহাঁরা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অতএব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণকে অভয় প্রদান এবং কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয়

প্রশস্ত ; উহা পাপাত্মারে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর। দানধর্ম্ম প্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিরে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে ; আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপদ কালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্ম নিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহনির্ম্মাণ,

ভৃত্য নিয়োগ ও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদ বিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনু-গামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করেন, সংযত-চিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফল লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-গণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহা-দের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তি-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতা-নিবন্ধন দাতারে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুত নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মারে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজ প্রদর্শন করিলে তাহা কোন ফলোপ-ধায়ক হয় না। অতএব তুমি আপনারে ধনবান রাজা ও মহা-বল পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদায় ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমারে আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্পলাভ সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমাভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞশূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি ? ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ-গণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল মৃদুস্বভাব সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীবলোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া

থাকি ; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রীতি-ভাজন। ধর্ম্মরাজ ! আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না ; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্য প্রভাবেই, মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্র-ভক্তি প্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোক সমুদায় নিত্যকালের নিমিত্ত লাভ করিব সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন যাচক ও একজন অযাচক হন, তাহা হইলে উহাঁদের কাহারে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে, অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোক-দিগকে বিপদগ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞারে

চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্যমধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীরেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসালাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্য নিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মসাধন করা হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি সুবৃষ্টি-

প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্নে অন্নাদি দানদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদায় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই ; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সতত এই সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্য দ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোনটির ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ; দানের পাত্র কি রূপ ; কি প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়? আর কোন সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময়? এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে? আপনি এই সমুদায় বিষয় অকপটে

কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে; সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্রতা সম্পাদন আর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ সচ্চরিত্র তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তোমার পুণ্য সঞ্চয় হইবে না; অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফলের অংশভাগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণ পোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধুলোক

উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাঁহারা সতত পরোপকার নিরত হন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, উপানৎ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিক-দিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহেন এবং পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক গোপনে হউক, বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধন-ক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধন সঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম-ণত্ব ও প্রচুর ধন লাভ হইবে। তুমি সতত সাবধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তি রক্ষা কর। সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিতকাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করি-য়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উহাঁদিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভিভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে প্রাণিগণ ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণ পূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধন দান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জন দ্বারা তাহাদের যথোচিত অনুরাগভাজন হইবেন সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত। রাজা, বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জলসেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধান্যাদি হইতে কর গ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকর প্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীন জনের অত্যল্পমাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহ লোচনে সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজারে যার পর নাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকার

মধ্যে প্রজাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হন সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমান স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ; যিনি কেবল প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য। প্রজারা ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করে রাজারে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন প্রজারক্ষণপরাঙ্মুখ ভূপতিরে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে, সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা

কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ তোমারে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূমিদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল, ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন, কারণ ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতারে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবী দানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন মিথ্যাবাদী পাপাত্মারাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে

পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধু ব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি ধন গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন ; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগ্রহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উহাঁর প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমি দান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিপতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া গোপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে সমুদায় ভূপতি ভূমিলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা বল পূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হন ; আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন বিপক্ষেরা কখনই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, দ্বিসহস্র একশত হস্ত পরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্ম্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ

হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা গুরুশুশ্রূষা এবং স্বুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীর প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিরে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপ সমুদায় ভূমিদাতারে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহারে দুগ্ধ প্রদান করে তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিরে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফালকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন ও ফলসমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি পরজন্মে সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারে কখনই

বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয় ততগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়া গিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন আমারে দান ও আমারে গ্রহণ কর। আমারে দান করিলে পুনরায় আমারে লাভ করিতে পারিবে। কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টাপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইহাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে তিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমি হরণ করিতে বাসনা করিবেন না। রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাহাদিগের সুখে কাল যাপন করা দূরে থাক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত

উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐ রূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না, প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরম সুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যাহার পর নাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজবপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইহাঁরা সকলেই ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদায় জগতের পিতা মাতাস্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র বৃহস্পতি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূমিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ভগবন্! কোন বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন দান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করা যায় তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য

শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয় ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে সকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাহারাও ভূমিদাতারে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্ন সমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না; তিনি পরম সুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণসমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থ দানের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রবাহিনী নদী সকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলত ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকে ততকাল মানবগণ তাঁহার যশ ঘোষণা করে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমি দান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমি দান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র

ভূমি দান করিলেই এক কালীন সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধরস, বীর্য্যবান ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপ সমুদায় দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফললাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমিদান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরকস্থ হন এবং স্বীয় দশ পুরুষকে নরকে নিপাতিত করেন। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা অতিথিপ্রিয় সাগ্নিক যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিরে পুনরায় রাজ্য মধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ত্ত এবং গো, অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমি দান করিতে পারিলে অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ইহা দ্বারা সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে

যেমন ইতস্তত পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য সমুৎপন্ন হয় ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবল পরাক্রান্ত সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্য মাল্য বিভূষিত নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেত ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদি-বাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলত ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ধনরত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ-কালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুর-গণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলো-কের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট এই ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তাহা কীর্ত্তন কর।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবেন? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হন? এবং কিরূপ দানইবা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অধিক তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করেন তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহারে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি

সুশীল ও মৎসর শূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করেন তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। গৃহাগতব্যক্তিরে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিস্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহারে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ইহলোকে অন্ন দান করেন পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহারে অন্নদান করেন তিনি ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা

অর্থিভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদায় লোকের প্রাণ স্বরূপ। সমুদায় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশু-শালী, ধনধান্য সম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতারে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমিস্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফল লাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবান্ দিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন

কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদপর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, তেজ, যশ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকেনা।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায় স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিরে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে নিঃসন্দেহই তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া

তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কিঙ্কিণীজালজড়িত বালার্ক সদৃশ বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায়, সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্নদান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এইস্থলে নারদদেবকী-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবরূপী নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমারে যে রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐ রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে সুরলোক লাভ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিল

মিশ্রিত কৃষর প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে সুবর্ণ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্বর লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষদান করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তিলাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিতপ্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপ্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্ঠিক ধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোক সকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন কাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয় বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভলোক সমুদায় লাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৃষ, দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য, বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং দেহান্তে দুর্গমনরক সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুরলোক লাভ

করিতে পারা যায়। অনুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্ত-রীয়, পরিধেয় ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কাল-শাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষি ব্রাহ্মণগণকে মধু ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণা-নক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরো-হণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরা-দিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাস প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত ধেনুদান

করেন, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথপ্রদান করিলে মনুষ্য পর-জন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশো-লাভ করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এই রূপে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, সুবর্ণ দান আয়ুস্কর পবিত্রতা সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহি-য়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করা-ইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খনন কর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করেন তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিষিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে তিনি কদাচই বিপদে নিপতিত হন না।

ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তিলাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টিলাভার্থী হন তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহারে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স প্রদান করেন রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করেনা।

যিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন না। আহারাভাবে তাঁহারে কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ সমুদায় তাঁহারে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ ব্রাহ্মণগণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন তাঁহার সংগ্রামে জয় লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুঃ পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান করেন তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয় কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকট দান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহারে পাদুকা-যুগল প্রদান করে তাহার কি ফল লাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদায় কণ্টক নিরাকৃত হয়; গোযুক্ত শকট দানের ফল লাভ হয়; বিপদের লেশমাত্রও থাকে না; শত্রুগণ কখনই তাহারে পরাস্ত করিতে পারে না; এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরীযুক্ত রৌপ্য কাঞ্চন বিভূষিত শুভ্র যান লাভ করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমি দানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান, এবং তিলদানের ফল বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিলদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্য বস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিলদান করিলে পিতৃ-লোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করে তাহারে কদাপি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা

হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দান বিষয়ে পরম পবিত্ররূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইহাঁরা সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিল দান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় উৎপন্ন হইলে মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা কৃত-

কার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন। দেবগণ ব্রহ্মারে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপৎসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। বাসার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরম সমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তি লাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে, বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গো সমুদায় তাপসদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান মহাদেব গো সমুদায়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গো সকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গো সমুদায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকার সাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গো সমুদায় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গো সমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রই জয়

লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃততুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃত দানের ফল লাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান্ স্বর্গ স্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গো সমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ; অতএব গোদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। গো সমুদায় জীবগণের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয়দানের ফল লাভ হয়। নাস্তিক, পশু-ঘাতী ও গোজীবীরে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশ-সহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোক এবং লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিরে অন্ন প্রদান করেন তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। অন্নদানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য, বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট

পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্ন দ্বারা পরমায়ু, তেজ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্র মনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন তাঁহারে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিত চিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিরে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন, দুর্ব্বিষহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিলদান, ভূমি দান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্ন দানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জল দান ইহলোকে কিরূপ মহাফল প্রদান করিয়া থাকে তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে অতএব আপনি ইহাও কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকে অন্ন দান ও জল দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত মনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্ন

দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতে সকলের বল ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী দেবমন্ত্রে অন্নদান বিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদায়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমুদায় পদার্থই প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদায় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী, দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরি-

সীমাও থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে যমব্রাহ্মণ সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকা সম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, ঊর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ, এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্যগোত্র-সমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীরে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার তুল্য বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহারে আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালা নগরীতে গমন পূর্ব্বক যমরাজ যাঁহারে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাঁহারেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন,

দেখ আমি যাঁহারে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহারেই আনয়ন করিয়াছ ; অতএব শীঘ্র ইহাঁরে ইহাঁর আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।

ভগবান্ কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্ম-রাজ! এস্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই ; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান যম তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি লোকের আয়ুঃসত্ত্বে কাহারে কদাপি আপনার আলয়ে স্থান দান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তি-দিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে ; সুতরাং আপনারে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অদ্যই আপ-নারে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করি-বেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব। ভগ-বান্ কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষীস্বরূপ ; অত-এব মর্ত্যলোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিল দানকে

পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করিবে। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদায় অতিশয় দুর্লভ; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করা যায়। অতএব তুমি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জলদান করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহারে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মীরে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীরে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহারে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মীও স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা নিত্য দীপদান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা, পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারে রত্ন দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগৃহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাঁহারে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্র দান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্তভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! গোদান, পৃথিবী দান, ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গো দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গো দানও সমধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গো দানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভী সমুদায় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানা-প্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গো শরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভী সকল সমুদায় মঙ্গলের আয়তন স্বরূপ। অতএব ভক্তি পূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ সময়ে বলীবর্দ্দদিগকে কষাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কষাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়ন কালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো সমুদায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহা-দিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে! যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল প্রতি-দিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীরে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত

বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য দোষ ও অমঙ্গল এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গো দানের উপযুক্ত, আর কীদৃশ ব্যক্তিইবা অনুপযুক্ত তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আচারভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী হব্যকব্য-বিবর্জ্জিত লুব্ধস্বভাব পাপাত্মারে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্র সম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশ গোদান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিনজনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটী গাভী থাকিলে দরিদ্রতা দোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার সম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গো দান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়; ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদু কুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ, তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপ দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাশ অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট দ্বারা তাহারে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিল কিন্তু কোন রূপেই তাহারে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বাসুদেব! এক মহাকূপ মধ্যে একটী ভীষণ কৃকলাশ শূন্যপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোনরূপে তাহারে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণমাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশের উদ্ধার করিয়া তাহারে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাশ তাঁহারে সম্বো

ধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্ ! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কৃকলাশ এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন ?

তখন সেই কৃকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশত প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটী ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশু রক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহারে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফল লাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গো দান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন,এই ধেনু আমার,অতএব আমি ইহারে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমারে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমারে উহা প্রদান করিব না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি দাতা হইয়া কেন

অপহর্ত্তা হইলে? তখন আমি সেই গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনারে অযুত গো দান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমারে কহিলেন মহারাজ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আমার স্তন্য-পান-বিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহারে প্রদান করিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনারে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তখন তিনি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারি। অতএব আপনি শীঘ্র আমারে আমার সেই ধেনু প্রদান করুন। তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহারে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্ণমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃ-লোক লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমারে দর্শন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু

আপনি অজ্ঞানবশত এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুন। মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। অগ্রে পাপের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমারে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপতিত হইলাম, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। আজি আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি। মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহারে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ

ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; অতএব ব্রহ্মস্বহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ, সাধুসমাগমবশত মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল ; অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে ; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গোদান ফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গোদান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি উদ্দানকি-নচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দানকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার পুত্র নচিকেতার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! আমি স্নাননিবিষ্টচিত্তে ও বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি ; অতএব তুমি সত্বরে তথায় গমন করিয়া তৎসমুদায় আনয়ন কর। নচিকেতা পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদায় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেতা পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিত। আপনি

আমারে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দানকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দানকি এইরূপ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতেই গতায়ু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতাশু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাস্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এবং অচিরাৎ পুনর্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমানন্তর উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত শুভলোক সমুদায় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মানুষ দেহ নহে। যাহা হউক এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জীবিত হইলে।

মহর্ষি উদ্দানকি এই কথা কহিলে নচিকেতা অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমারে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমারে অর্ঘাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ ! আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমারে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যম-রাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই আপনার পিতা হুতাশ-নের ন্যায় তেজস্বী তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়া-ছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই নিমিত্তই আমি এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমারে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমারে এই কথা কহিলে আমি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমারে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমারে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোক সমুদায়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিনীজালজড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেকতলযুক্ত, নানাপ্রকার স্বুবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় গৃহের মধ্যে কতগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতগুলি কি জল, কি স্থল উভয়ত্রেই তুল্য রূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্য ভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদায় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যম কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের

নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যত গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোক লাভ হয় এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না; যিনি স্বাধ্যায়নিরত, তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষদান করিলে ধেনু দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন

এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যানার্থ ও শুভসম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত, বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণীবিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গো সমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহারে কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোধনের প্রভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। তখন যম কহিলেন, ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ঘৃতের অভাবে যিনি তিলধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্ট ফল-প্রসবিনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে পিত! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই রূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমারে শাপপ্রদান করাতে

আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মরাজ প্রফুল্লমনে আমারে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান বিশেষত গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপত্রে গোদান করিতে যত্নবান্ হউন। দানধর্ম্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্ত্যনুসারে গোদান পূর্ব্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষ প্রদান করিলে দেবব্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভী দান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদায় দুগ্ধ দান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমু-

হের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মারে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র শত দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনু দান করিলেও সেই দাতারে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোক সংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষত গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে। অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুরে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি; অন্যান্য বিধি সমুদায় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিত চিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধনিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাসরূপী হইয়া

দ্বারকানগরে কূপমধ্যে নিপতিত হইলে ভগবান কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদায়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কিপ্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থরূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! গোলোকনিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদায় কিপ্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয় ঐ সমুদায় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি? গোদাতারা কি রূপে ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন বা সেই গোদানের ফল ভোগ করে? বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কিপ্রকার? গোদান না করিয়াও কিরূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয়? বহু গোদাতা কি প্রকারে অল্প দাতার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও অল্প গোদাতা কি রূপে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত? আপনি এই সমুদায় যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি

গোদানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে কেহই ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোক নানাপ্রকার; ঐ লোকসমুদায় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদায় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্য-বলে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদায় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক সমুদায়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহ সকল বিদ্য-মান আছে। ফলত সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহ-বান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগ-যুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ-সেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গো ব্রাহ্মণে ভক্তি-মান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য, অপ-রাধির প্রতি ক্ষমাবান, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান্ মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরুঘ্ন, মিথ্যাবাদী, পর-

নিন্দা পরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃতঘ্ন, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মারা মনে মনেও সেই পবিত্রজনসেবিত লোক সমুদায় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মা-দিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত বা পৈতৃক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যূতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্ম-ণকে প্রদান করেন, তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনা-তন অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয় লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতে-ন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোধ-নের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবা-নিরত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্ম-নিরত হইয়া একটীমাত্র গোদান করিলে সহস্র গো দানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটী গো দান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোপ্রদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটী গো দান করিলে

পঞ্চাশত গো দানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটী গো দান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধনতৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহাফল লাভ হয়। অতএব গো দান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্য-ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ন-নিরত ও গোভক্তি-পরায়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে প্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ ও বিবিধ সুবর্ণ দানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রত পরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সম্বৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গো সমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া দশ বৎসর প্রতিদিন একবারমাত্র ভোজন বরিয়া একবারের আহারীয় দ্রব্য গো সমুদায়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর তদ্দ্বারা গোধন ক্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গো দান করিলে দুই বৎরস ছয় মাস, এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গো

দান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ পূর্ব্বক ধেনু সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিল-নির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন। মনুষ্য সামান্যত গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদা-নের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়-নিরত, বিশুদ্ধকুলসমুদ্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপ-ভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন তিনিই গো-দানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালক পোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ, যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণি-বিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকপ্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমু-দায়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলা-

ন্বিত, শীলসম্পন্ন ও সুগন্ধবতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদায় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ কপিলা ধেনু গোসমুদায়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমি শয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান, বিনীত, লাঙ্গলবহনে নিপুণ, বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতারতুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদায়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোকে অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! ভোজন বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল লাভ হয়,

তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম পরিমিত বৎ-সর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপ-হরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দান-নিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণ নিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলত দক্ষিণা বিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টা-বিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণা দানের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে ইন্দ্র দশরথের নিকট, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরি-শেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ

বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন কালে এই গোদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোক ও পরকালে ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের ক্লেশের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন,

তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রম প্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ স্বর্গসুখ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই সুখ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হন না। যে দাতা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোক লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাহার সেই দান বিফল হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদায় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানতৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া

অভিহিত হন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি যজ্ঞশূর ; যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ দানশূর, সাঙ্খ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতি বিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষশূর ও অতিথিসৎকারশূরপ্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্টলোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলত সমুদায় জগতই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম্ম ; সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি,

শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্যনিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ। তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়, গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন তাহারে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক সমুদায় লাভ করে, সেই গোদান বিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকালপ্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গো সমুদায় সমানীত হইলে গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া

বৃহস্পতিরে জিজ্ঞাসা করাতে সুরগুরু তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু সমুদায় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনু সকলকে সমঙ্গে! বহুলে! বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক "বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয় স্থান,, এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্র-পাঠসহকারে গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইবে। ধেনু সমু-দায়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতি-বিলম্বে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎ-পরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞা-শালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্য প্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু সমুদায় আমার পাপ ধ্বংস আমারে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন; আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইহাঁর প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত বিষয় সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয়-রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহ মুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত

হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয় প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে অভিলষিত গতি প্রদান কর। প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব অদ্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে। দাতা এই কথা কহিলে পর গ্রহীতা কহিবেন, হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে; অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর। যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনিও গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সেই প্রতিরূপ গোদান কালে দাতা গ্রহীতারে এই 'ঊর্দ্ধাস্যা ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর' এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর স্বর্গলাভ হয়। গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আটপদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোদাতা সমগ্র দান ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্যপ্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোব্রত পরায়ণ হইবে, গো সমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোময় গোমূত্র ও দুগ্ধ দ্বারা

জীবনধারণ করিবে। বৃষদান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটী গো প্রদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোন রূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটীমাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন, তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ এক কালে দান করিবার ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদান পূর্ব্বক শুভলোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও গোদানে সততই

নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণগণকে গোদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমুদায় দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতারে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন বিকলে-

ন্দ্রিয় জরারোগসম্পন্ন গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালন পালন জন্য ক্লেশ ভোগ করায়, তাহারে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত, বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্ম সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন তরুণবয়স্ক নিরীহ সুগন্ধসম্পন্ন গাভী সমুদায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধু ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন; আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তি বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষপ্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ মধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া

পরমপরিতুষ্ট হন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে, তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভী সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাদিগের মাতৃতুল্য, কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; উহারা প্রজাদিগের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধবর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধ-দৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎস-

দিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধফেন নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদায়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃত সম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি স্বর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনই দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইলেও এবং গাভীবৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধ-পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধধারা দ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টি-সাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহারে কতগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত মহাদে-বের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহারে পশুদিগের অধিপতি রূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদায়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদায় গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবন স্বরূপ। উহারা অমৃত ময়, অমৃতসম্ভূত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভব

বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফল লাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন গোমন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোসমুদায়ের গাত্র হইতে গুগ্গুলুগন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উহারা প্রাণিগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম সময়ে মহর্ষিগণকে হবি প্রদান করে। অতএব যাঁহারা ধেনুদান করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হন! সহস্র ধেনুর

অধীশ্বর শতধেনু দান করিলে, তাহার যে ফল লাভ হয়, শতধেনুর অধিপতি দশধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একটী মাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্র-সংবীত সবৎসা কপিলাধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়-লোক জয় করা যায়। যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতযুথপতি দীর্ঘশৃঙ্গ বলবান অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই-রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। গোসমুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে বিশেষত দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোক-রীষে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতভোজন পূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অব-লোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃতভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতী বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত

করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহারে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রজনী, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, নদী সমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমারে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমারে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন আমারেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব; আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না; লোকে আমাদিগের পুরীষমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে; দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোকলাভ করিতে পারিবেন।

গোসমুদায় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষবৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন

হইয়া কহিলেন, আমার বরে তোমাদের সমুদায় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর। গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোক সমুদায়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিল বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিত বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধ বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শ্বেত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেত ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মান লাভে অধিকারী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসর বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার

কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোক লাভে অধিকারী হন এবং যিনি কাংস্য-দোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বল বর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমল-ঙ্কৃত প্রশস্তপৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদ্গণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নবিভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোক লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন ; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল ভেদ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন। তথায় পৃথু নিতম্বিনী সুচারুবেশা সুরনারীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহারে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা. বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধি পূর্ব্বক ধেনু দান করেন, তিনি সেই প্রদত্ত ধেনুর রোম পরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতুল সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আচমন পূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনু সমুদায় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনু সমুদায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি" এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাত সময়ে আচমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবস-সঞ্চিত পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে সুবর্ণময় প্রাসাদ সমুদায় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল ক্ষীররূপ নীর যুক্ত, দধি-রূপ শৈবাল জাল মণ্ডিত নদী সমুদায় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হন। তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ তিন ধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোসমুদায় পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহন পাত্র, বসন

ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায় আমার মঙ্গল বিধান করুন, প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদান-ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই হইবেও না। ধেনু ত্বক, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞসাধন করিয়া-থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে। যাহা দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত ভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুরে নমস্কার করি। মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণ সমুদায়ের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করি-লাম। ফলত গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্য প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক আর কিছুই নাই আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরম পাবন মহার্থসাধন ধেনু-গণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং ঘৃতদুগ্ধ দ্বারা তাহাদের পোষণ

করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকমধ্যে গোসমুদায় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গোসমূহ দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোক লাভে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা, যৌবনাশ্ব, যযাতি ও নহুষ অসংখ্য গোদান করিয়া দেবদুর্ল্ভ দিব্য স্থান সমুদায় অধিকার করিয়াছেন। অতঃপর পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শুকের নিকট যেরূপ গোমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ধীমান শুকদেব কৃতাহ্লিক হইয়া বিশুদ্ধমনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিত! যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে কোনটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্যে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি? পবিত্র পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে; ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতা সম্পাদন পদার্থ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গ লাভের নিমিত্ত তাঁহারে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমল-

যোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকল-কেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন বিবিধবর্ণ ধেনু সকল এই রূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ লাভ পূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গোসমুদায় দিব্য তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন। গোলোকের বৃক্ষ সমুদায় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; ভূমি সমুদায় মণিময় ও বালুকা সকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয় সমুদায় বালার্ক সদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎ-পলবনে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ; সরো-বর সকল মণিময় পত্র ও সুবর্ণ সদৃশ কেশর সমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্ত পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী সমুদায়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, সুবর্ণ বিকসিত করবীর বৃক্ষ, কল্প-বৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও সুবর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ গিরি সকল মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোক সন্তাপ বিহীন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অহরহ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগ-বান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সমুদায় স্থানে আধি-

পত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, স্বরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদায় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহারে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদায়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে; আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্র পান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে দেবগণ যে ঘৃত প্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতেছেন, যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই ঘৃত মস্তকে বহন এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের, নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবগণ দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে স্বর্গ লাভ হয়। পবিত্র জলে আচমন করিয়া ধেনুমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক গোমতী মন্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপ পরিশূন্য হয়। অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতী বিদ্যা অধ্যাপন

করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্র লাভ, অর্থ কামনা করিলে অর্থ লাভ এবং পতি কামনা করিলে পতি লাভ হয়। ফলত এই মন্ত্র প্রভাবে মানবদিগের সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদায়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকামপ্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুক-দেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদায়ের পূজা কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি! তুমি কে কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদি-গের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোক কান্তা শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎ কর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমারে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা এই নিমিত্ত তোমারে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভি-লাষ নাই। আমরা স্বভাবতই রূপসম্পন্ন রহিয়াছি সুতরাং তোমারে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু যত্নে ও আমারে লাভ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু তোমরা অনা-য়াসে অনাদর পূর্ব্বক আমারে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই-য়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয়

এই যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে ইহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; অতএব আমারে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ ত্রিলোক মধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।

তখন ধেনুগণ কহিল দেবি! তোমারে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চলচিত্ততানিবন্ধন তোমারে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্ব স্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমারে গ্রহণ করিব।

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা। আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা তোমারে অনুমতি প্রদান করিতেছি তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

গোসমুদায় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করেন তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান অতিশয় প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব পুষ্টি ও শান্তি লাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদায়ের তেজ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলত গোসমুদায় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে, সমুদায় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহাহূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তান্ লয় বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্য কুসুম আহরণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঋতু সমুদায় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরিভাগে পরম সুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! তুমি ধেনুগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার

নিকট গোসমুদায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনু সমুদায়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভ-জাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গোসমুদায় হইতেই যজ্ঞসাধন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাশায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভার বহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সৎকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

হে দেবরাজ। গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরি-ভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরি-গ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপোনু-ষ্ঠান করেন। ধর্ম্মপরায়ণা দক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদি-তির ঘোরতর তপস্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসে-বিত পরম রমণীয় কৈলাশ শিখরে গমন করিয়া এক পদে

অবস্থান পূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বর লাভ হইয়াছে। সুরভী এই রূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিষ্পৃহতা দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমারে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার দুহিতৃগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধন পূর্ব্বক মনুষ্য লোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্ব্বকাম সমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদা-

য়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে গোসমুদায়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্য সময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা, ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। ফলত গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্ল্লভ হয় না।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় লোকের বিশেষত ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদানপ্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদান প্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদায়ের বিষয়

বিশেষ রূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি? কি নিমিত্ত কোন স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা দান করিলে কি ফল লাভ হয়? কি নিমিত্ত উহারে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে? কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুদ্গত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তো-

পরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই। পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না। বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যান পূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ডপ্রদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবামাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে পিতৃগণ স্বপ্ন যোগে আমারে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে ভূমি ও গোদানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান কর। তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগরিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণদানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

অতঃপর এই সুবর্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশুরামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্ট চিত্তে একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদায় পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক

পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পূজিত সর্ব্বকাম সম্পন্ন, জীবগণের তেজোবর্দ্ধন পরম পাবন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনারে হেয় জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুরকার্য্যনিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদের আদেশানুরূপ কার্য্য কর। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশু রাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কাশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হইবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরশুরাম এই রূপে স্বীয় পবিত্রতা সম্পাদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধনগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো, ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দানের

নাম স্বুবর্ণ দান। স্বুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোক সকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল! উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ স্বুবর্ণ যে রূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। স্বুবর্ণ অগ্নিসোমাত্মক। অজ দান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষ দান করিলে অস্বুরলোক, কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্য-লোক এবং ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক, বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদায় পদা-র্থই স্বুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই স্বুবর্ণ। স্বুবর্ণ সমুদায় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্ন পূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ স্বুবর্ণ দ্বারা মুকুট কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব স্বুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা স্বুবর্ণ দান শ্রেয়স্কর। স্বুবর্ণ, অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে স্বুবর্ণদান কর। দক্ষিণাদানকালে স্বুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা সুবর্ণ দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলত সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদ বন্দন পূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়ের মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বল বীর্য্য প্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর আপনাদিগের তেজ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষত আপনার তেজ পৃথিবী, আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার

প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজ সঙ্কুচিত করুন।

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার পূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব এই রূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরুষবাক্যে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে; অতএব আমি অভি-শাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না। হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এই-রূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তান-লাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তার-

কাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর সমুদায় এবং মহর্ষিগণের আশ্রমসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দুরাত্মা তারকাসুর এই রূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, তাঁহারা বিষণ্ণ মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহারে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মারে বিনাশ করিবে। বেদ ও ধর্ম্ম সমুদায় কখনই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও।

দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা তারকাসুর আপনার নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণ পূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহারে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে কি রূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপ প্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের যে কিয়দংশ অনলে নিপতিত হইয়াছে, মহাত্মা হুতাশন অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না। হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবানদিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। অতি তেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গল বিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতিত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত, তেজোরাশিস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর, তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডূক অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন তেজ দ্বারা সমুদায় জল ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি, জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডূক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডূকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া 'তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয় বিহীন

হইবে’ বলিয়া ভেকজাতিরে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন-ভাবে অতিশীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডূক-দিগের প্রতি শাপপ্রদান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মণ্ডূক-গণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাবিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচে-তন অনাহারী শুষ্কদেহ ও মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করি-লেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।

দেবগণ মণ্ডূকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থ-বৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। মাতঙ্গ এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ‘অদ্যাবধি তোমাদিগের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে, বলিয়া হস্তিজাতির প্রতি শাপ প্রদান পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদদিগের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রতীপজিহ্ব হইয়া সমুদায় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃ-স্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।

সুরগণ এই রূপে মাতঙ্গগণকে বর প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুক-পক্ষীরে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে' ঐ শাপ প্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইল। হুতাশন এই রূপে শাপ প্রদান করিলে দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, হে শুক! তুমি কখনই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্ত হইলেও, বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতি মধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শুক পক্ষীরে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করি-বার প্রথা প্রচলিত এবং মানবগণও উহা হইতে অগ্নির উৎ-পাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিলসমুদায় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বতপ্রস্রবণ দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমারে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।

তখন হুতাশন কহিলেন হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমারে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

অগ্নি এই রূপে দেবকার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিলে দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে অতএব তুমি তাহারে বিনাশ করিয়া এই সমুদায় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর

হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলক্ষিতোপপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত-নেত্র হইয়া একেবারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভার বহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কম্পিত কলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আর আপনার তেজধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই। আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষত আমি স্বয়ং কামনা পূর্ব্বক আপনার তেজ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থই আমাতে তেজ সংক্রামিত করিয়াছেন। অত-এব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ গুণ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদায়ের অধিকারী।

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গারে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথি! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদায় বসুন্ধরা সন্ধারণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে। ভগবান অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবা-রণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত প্রদীপ্ত পাবক সদৃশ গর্ভ ধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায়

আগমন পূর্ব্বক গঙ্গারে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে ত তোমার গর্ভধারণ জন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভা প্রভাবে পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল সমলঙ্কৃত হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলত উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এই রূপে অগ্নিরই তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতা রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ সূর্য্য সঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তননিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ

করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহারে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজ স্কন্ন অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সমুদায় সুবর্ণই বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্বুনদ সুবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াই রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই সুবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হয়।

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল, যজ্ঞাঙ্গ সমুদায়, মূর্ত্তিমান বষট্‌কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিষাদাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীর মধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এই রূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনারে আপনাতে আহুতি প্রদান

করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যাহার পর নাই সুশোভিত হইল। হে রাম! এই পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিকপতিগণের সহিত দিক সমুদায় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতিপ্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেত স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারা সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেত গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতস্খলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেত ত্রিগুণাত্মক। উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূত রূপে পরিণত হইল এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমত উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্দ্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের

প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন শ্রুতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদ জল হইতে ছন্দ ও বল হইতে মন প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল; পরিশেষে সেই হুতাশনের শোণিত হইতে রৌদ্র ও সুবর্ণবর্ণ মৈত্র দেবতা, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিরে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উহাঁরে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদায় আমারই অধিকৃত সন্দেহ নাই।

তখন অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমারে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব উহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই

ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না। অগ্নি এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে।

এই রূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান পূর্ব্বক উহাঁদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুরে মহাদেবের ও অঙ্গিরারে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিরে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশা কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটী আত্মতুল্য পুণ্যবান পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। তৎপরে ঐ সমুদায় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন

হয়। এই নিমিত্ত উহাঁরা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই রূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত উহাঁদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুর বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভার্গব, অঙ্গিরার বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদায় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত করত আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়ের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মাগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদায় মহাত্মা প্রতি যুগে এই রূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত মনে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণ ও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্র স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুবর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে সুবর্ণই অগ্নিস্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্বে সুবর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীক বিবর, ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়। সনাতন ব্রহ্মা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত দেবতা প্রদান করা হয়। ঐ দানজন্য পুণ্য প্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহারে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন। যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে সুবর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে পারেন। সুবর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কাম-

নাই সফল হয়। সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ, সুবর্ণ দান করিলে সুখ বৃদ্ধি, অভীষ্ট গুণ লাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। হেরাম! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এই রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ পূর্ব্বক লোকের হিত সাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান পূর্ব্বক পাপ নির্ম্মুক্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সুবর্ণের উৎপত্তি ও সুবর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমিও ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। সুবর্ণ দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুবর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কি রূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিত রূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ব্ভ পরিত্যাগ করাতে দেবতা ও ঋষিগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সেই গর্ব্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকারে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশন নিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেত পান করিয়া গর্ব্ভধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ব্ভের বৃদ্ধি নিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই হুতাশন সদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তন্য প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্ সমুদায়, দিকের ঈশ্বরগণ, রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পুষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদ সমুদায় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, স্থূল-

কলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান, দ্বাদশাক্ষ, ষড়াননকে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষী সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহারে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব হুতাশন সদৃশ কুক্কুট, চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী, অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহারে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিক পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া, তাঁহারে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক দেবতাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্যমূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজ

হইতে সুবর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্ম-রাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ভৃগুনন্দন সুবর্ণ দান পূর্ব্বক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন; অতএব তুমি ও যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য যশস্য বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহ-কারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ-গণ পরিতৃপ্ত হন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র-

প্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমুদায়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষি-কার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিতক্ষুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও সুবর্ণরজতভিন্ন ধাতুসমুদায়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র সুবর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহারে অচিরাৎ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়, এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায় কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাব-স্যাপর্য্যন্ত সমুদায় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত দ্রব্য পিতৃ-লোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি,

শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষ-মাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঘৃতপায়স গো-মাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়ন কালে মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়াযোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তি

লাভ হইবে। বহুপুত্রের কামনা করা উচিত ; কারণ উহাদের মধ্যে অন্তত একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুরে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমুদায় কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরা নক্ষত্রে তেজ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয়। পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাব সম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্ট ফল, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে

শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্য পিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণ পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।

নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ-ভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দানধর্ম্মবিদ্ ক্ষত্রিয় দান সময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃ-কার্য্যউপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানব-গণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল বয়ঃক্রম রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতক-গুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তি দূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি,

শ্রবণ কর। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্ম রোগগ্রস্ত, পশু-পালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সৰ্ব্ব বিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পার দারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শস্ত্রজীবী, মৃগয়া-নিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তি দূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃ-গণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয় ও শোণিত রূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীরে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীরে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভ-বকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশত অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-গণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞান পূৰ্ব্বক ঐ রূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃ-গণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্র-

দিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরা দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয় ; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিল দান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্ন পূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিতকেত মন্ত্রবিদ্ পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতা মাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদ পাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্য-

বাদী, ধর্ম্মশীল ও স্বকর্ম্মনিরত, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়, যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্ত স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধ-শূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, ও সর্ব্বভূতহিতনিরত শ্রাদ্ধ কালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য! ইহাঁদিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতী মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষ পরম্পরা বেদাধ্যাপক তিনি একাকীই সার্দ্ধ তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহারে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ, দোষশূন্য ও পুণ্যবান তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধ কালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ

করাই শ্রেয়স্কর। যিনি শ্রাদ্ধ কালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্ল ভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেই রূপ তিনিও কর্ম্মফল লাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহারে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহারে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিরেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিরে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ, তাঁহারে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেই রূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা

ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর; তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ মহর্ষি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে? শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাহা দ্বারা যে রূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয়

নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে একান্ত অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদন পূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধ-কার্য্য অনুধ্যান পুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণান্তে কুশসমুদায় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপ-বেশন করাইয়া তাঁহাদের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদায় প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে, পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন। এই রূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্করবিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিত-চিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমারে শাপ প্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা

অত্রিরে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিরে অবলোকন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি বিধান করিয়াছেন! ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাবিহিত অতি উৎ-কৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর। প্রথমত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নৌ-করণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বে-দেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমা দেবীরে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধো-দক আনয়নসময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃ-দেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেব-দিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বেদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহা-দের সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিব-স্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান, কীর্ত্তিমান, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্ত-

রোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান, শৈলাভ পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা, ও ঈশ্বর। এই আমি তোমার নিকট বিশ্বেদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

এক্ষণে যে সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেই সমুদায় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মণ্ড, অলাবু, গ্রাম্য বরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষুত-দূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিরে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধি পূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ রোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরু শৃঙ্গে সমাসীন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার

নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায় বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিরে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধ ভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতারে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতিপিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীরে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীরে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগযুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়

সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় সবি-স্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাসব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা বেদোক্ত উপবাসব্রত-পরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয় দূষিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবা-সকে তপস্যা,বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, উপবাস কি তপস্যা না তপস্যা অন্যরূপ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা এক মাস ও অর্দ্ধ

মাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে। লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবার পরিবৃত দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী। অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সকলের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনিই অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধা শান্তি করেন, তাঁহারেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব

ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলত সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ রূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি বৃষাদর্ভি সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইহাঁরা সমাধি দ্বারা, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইহাঁদিগের গণ্ডা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। পশুসখ নামে এক জন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও ঐ মহর্ষিদিগের সন্নিহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশত অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহারে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র বৎস সমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী,গুরুভারবহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সকৃৎপ্রসূত এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রাম সমুদায়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি তাঁহারে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন,মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাতত অতি মধুর আস্বাদ লাভ হয়; কিন্তু

পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উহাঁরা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল লাভ হউক। আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান শবমাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে নরপতি শৈব্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগের প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট সুবর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদায় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোক ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহা-

দিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটী নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহুনিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক জনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গৌতম কহিলেন,মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তির পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মনুষ্যের একটী প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাঁহারে আক্রমণ করে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি ।

পশুসখ কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই ; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না । ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব ।

এই রূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ এক-বাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি গোপনে এই উডুম্বর সমুদায়ের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কথা কহিয়া সেই সুবর্ণপূরিত উডুম্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন ।

তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদায়ের মধ্যে গোপনে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া, ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন । মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহা-দের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চা-রণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহব-নীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । আহুতি দান

সমাপ্ত হইলে সেই হুত হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহারে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আমারে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন শৈব্য তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদিগের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে স্বেচ্ছা গমন করিও। রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ঐ সময় অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ এক জন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীরে একটী পীবরতনু কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাহারে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল, আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নি-

হোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতেই আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

অত্রি কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্য দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমারে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহারে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে আমি যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিরে সেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদ-নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! আমার কুশরজ্জু নির্ম্মিত ও রঙ্কু-রোম প্রস্তুত তিন খানিমাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর বব্যহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থূলকলেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যে-কের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীরে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহার সামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে, এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহার-দ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্তত ফলমূল আহরণ করত সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অব সরে নির্ম্মল সলিল পরিপূর্ণ, বিবিধ জলচর বিহঙ্গসমাকীর্ণ কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমল-ঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে সুশোভিত একটী রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা

বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষিগণ সেই সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা যাতুধানীরে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয়ই তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহির্ষ অত্রি তাহারে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বসিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে! আমি বসু (অনিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বসীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বসিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে! দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্য বর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে! আমি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তম নিরাকৃত হইয়াছিল,

আর আমি গোসমুদায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল. তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শোভনে ! বিশ্বেদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

জমদগ্নি কহিলেন, শোভনে ! আমি জমৎ (দেবতাদিগের যাগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম মা ; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে ! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি ; এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তাপসি ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গণ্ডা কহিল, শোভনে ! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্ত্রের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

পশুসখ কহিল, শোভনে! আমি পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয়সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্র! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

সন্ন্যাসী কহিলেন, শোভনে! এই সমস্ত মহাত্মারা যে রূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখ-সখা।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উহা অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না। তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাত দ্বারা তোমারে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল।

মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এই রূপে সেই রাক্ষসীরে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণ সমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা বহুপরিশ্রমে মৃণাল

সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বরে সেই মৃণাল সমুদায় তীরে অবস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশু-সখের সহিত মৃণাল ভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সেই মৃণাল সমুদায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি ; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল ? এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুক্কুরজীবী, যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী, শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাচ্ঞা করুক।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বত্র সকলপ্রকার বাক্যোচ্চারণ, ন্যস্তধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথামাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী, গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে

ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ, গোদ্রোহ, আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা, ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপ-ভিন্ন অন্য জলাশয় নাই সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতি লাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন, অপবিত্র, ব্রাহ্মণাধম, ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে এবং তাহারে যেন বেতনভুক হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাহারে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীর পুত্রের মাতা হইতে হয়।

গণ্ডা কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবন ধারণ ও জারসংসর্গে গর্ব্ভধারণ করুক।

পশুসখ কহিল, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।

এই রূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, ঋষিগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা আমারে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণাল সমুদায় অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটী এই সরোবরের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশ বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহারে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন।

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই; এই নিমিত্তই উহাঁদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা,

কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি ধুন্দুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘীপূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসর নামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটী পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় মৃণাল উত্তোলন পূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমারে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়; যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান; যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি

অত্যাচার না করেন ; যাবৎ উত্তম, মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, কখনই আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অস্বাধ্যায়নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে সর্ব্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র, কৃষিকর্ম্মনিরত ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ

করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হউক।

ধুন্দুমার কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

পুরু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ একটীমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শূদ্রাসংসর্গ করিলে তাহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃণালহর্ত্তারে যেন সেই লোকলাভ করিতে হয়।

শুক্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদায়ের অনাদর করুক।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।

অম্বরীষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জ্ঞাতি, স্ত্রী ও গোসমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেহাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, সাধুদিগের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্যাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্রপরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিরে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাপ্রকাশ এবং রাজা ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।

পর্ব্বত কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহ্ণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ যথেচ্ছাচারী পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্। যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতিদ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশ্রূর অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করুক।

বালখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রাম-দ্বারে এক পদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপরিত্যাগ করুক।

শুনঃসখ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।

সুরভি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক কাংস্যময় দোহন-পাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।

এই রূপে তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপ-হরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদায়

বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমারে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভবশত আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্মশ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুররাজ পুরন্দর এই রূপ অনুনয় করিলে ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতি পর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহারে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদ্গ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম

উপলক্ষে ছত্র ও উপানহযুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কি রূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে রূপে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তিও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহা পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহারে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি শীঘ্র শরসমুদায় আনয়ন কর ; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর

নিদেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বরে ঘর্ম্মাক্তদেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহারে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?

তখন রেণুকা স্বামীরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

রেণুকা এই রূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে, মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায় মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহারে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোকসমুদায়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ক্রমশ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকলে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া

এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদায় অন্ন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনারে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এইরূপ প্রার্থনা করিলে তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশন সমপ্রভা জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কি রূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তোমারে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই ক্ষণে তোমারে বিদ্ধ করিব। তখন দিবাকর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি

আমারে শরদ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনারে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শশাঙ্কের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপ-প্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি

ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখ লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধচরণ হন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোকসমুদায় লাভ এবং পুলকিত চিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকা দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে বাসুদেব-বসুধাসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী কহিলেন, বাসুদেব! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কি রূপে উহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতি লাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলি-কর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিরে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধন্বন্তরিরে, পূর্ব্ব-দিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়, রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এই রূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্ম-ণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হই-বেন তখন তিনি বিধি পূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকদিগের স্থিতি অনিত্য এই নিমিত্ত উহাঁরা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে

অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বর লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভগবান বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আলোকদান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে সুবর্ণমনু সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার

বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুরে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মর্ষি দেবদানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পুষ্প ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিল এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোধন! আমি এই স্থলে বলিশুক্র সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপদীপ দ্বারা অর্চ্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ

বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্ত-রিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিতান্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐ রূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটী জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে পুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনু-পভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মমাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষ-গণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদ মধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য কণ্টকসংযুক্ত প্রাণিগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুর গন্ধযুক্ত তৎসমুদায় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহারে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার। নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদায় ধূপের গন্ধও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাস ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্‌গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারীধূপ। সারী ধূপই

দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকীও ঐরূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে। তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্প প্রদানে যে প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপ দানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যে সময়ে যে রূপে যে প্রকার দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দীপ ঊর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ; অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন, ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকার স্বরূপ। অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপহরণ ও দীপনির্ব্বাণ পূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে, আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বলিত করিয়া

দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন তিনি প্রতিদিন পর্ব্বত সন্নিধানে, বনে, চৈত্য বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মানদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন হয়। উহাঁরা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু যশ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধিদুগ্ধ রুধির ও মাংস সম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরালাজপিষ্টক পদ্ম ও উৎপল সম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড়তিল সম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্না-

দির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু স্থবর্ণকে স্থবর্ণ নারদকে ও নারদ আমারে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান হও।

নবনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুষ্প, ধূপ ও বলি প্রদাতাদিগের যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথনপ্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমত দৈবী ও মানুষী ক্রিয়া সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সমিধ্ ও কুশ আহরণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা বলি প্রদান এবং ধূপদীপদান, ধ্যান, জপ, ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া

তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষি-গণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এই-রূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য মহাতপা ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ আমাদিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায় বিধান করুন।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে তাহারে শাপপ্রদান করিতে সমর্থ হইব। ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট 'আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব, বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহারে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি কি আমি কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এতাবৎকাল তাহারে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণ-গণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব অদ্য আপনি আমারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

১৩শ পর্ব্ব। ৭৫ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

অনুশাসন পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই মহাভারত গৃহস্থের দর্পণস্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯৩৩।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

তখন ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজি আপনারে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে। অতএব আজি আমি আপনার সমক্ষেই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। আজি যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনারে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে 'তুমি সর্প হও' বলিয়া তাহারে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে যাহার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহারাজ নহুষ কি রূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ পূর্ব্বক প্রথমত বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন। গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদি-

গকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষক্রিয়া এবং উৎসব সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগু ও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে

প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমারে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর, আমি তোমারে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব। তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমারে সেই স্থানে উপনীত করিব। তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহারে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহারে যানে যোজিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কষাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাম পাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষ কর্ত্তৃক বামপাদ দ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাহারে কহিলেন, রে দুরাচার! তুই রোষ-পরবশ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অত-এব দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর্।

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র নহুষ সর্প-

দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব-কৃত দান, তপ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিহত হইয়া তাঁহারে কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দ-র্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপ শান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধননিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতি-রেকে তাহার এই শাপ মোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই। অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেব-

গণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুলকিতমনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহুষ যে তোমা কর্ত্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান ও বলবান হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কালহরণ করিয়া থাকে।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সমুদায় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডালক্ষত্রিয়সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিষাদ! আমি তোমার বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত

বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলি পটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতা-সম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালণ করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি সোমলতাতে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্রপৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদায় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষান্ন সমুদায় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর

দুগ্ধে সোমলতা আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহারে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল; কেবল অভিমানবশতই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমান নিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদায় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্য ভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রভাবে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমারে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি। গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা

পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাপী হইলে বীতসঙ্গ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং কি রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতি-লাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার সদ্গতিলাভের উপা-য়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতী গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মা-নুষ্ঠান করিয়া কি একপ্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান

দ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে। তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যলোক সমুদায় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতমবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দমগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মৃদুস্বভাব দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে মাতৃহীন এক হস্তিশিশুরে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহারে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবলপরাক্রান্ত মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহারে অপহরণ করিও না। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ইহারে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনারে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চশত স্ুবর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় লইয়া আমারে এই হস্তীটী প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?

গৌতম কহিলেন, রাজন্! গোধন, দাসী, স্ুবর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোকে গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না, যথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবান্দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। তুমি তথায় গমন

করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অত-এব আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবেরপুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরো-গণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথ-মত সামগ্রীসমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহা-রাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরীসঙ্গীতপরিপূর্ণ পুষ্পসমাকীর্ণ সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণগণ মৃদুস্বভাব, সত্য-

পরায়ণ, বহুশাস্ত্রপারদর্শী ও সর্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাসপাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধু দান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণসমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল ব্যক্তি যাচঞাপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে উত্তরকুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্র আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বত সম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেবরাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানের কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রী পুরুষদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ, দণ্ডবিধানবিরত ও মমতা পরিশূন্য, যাঁহারা

লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না ; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধ-সম্পন্ন রজোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহি-য়াছে ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচই প্রতিগ্রহ করেন না ; পূজ্য যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই ; যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান ও ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি কদাচই সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! সূর্য্যলোকে যে রজ ও তমো-গুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় রহিয়াছে তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন গুরুশুশ্রূষানিরত, তপ ও ব্রত পরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্য-গণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী এবং যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধ-

স্বভাব মহাত্মারাই সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তথায় কদাচই গমন করিব না ; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য স্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শত যজ্ঞ আহরণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে ধর্ম্মভার বহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মাই বরুণ লোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্গম সকলের প্রার্থনীয় স্থানসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ও অপ্রমত্ত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতিলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে সমস্ত মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবভৃত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! প্রজাপতিলোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তীগ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর এক শত, এক শত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটী গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতিবৎসর একটী গোদান করেন; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক রীতিনীতি প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্টা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া

থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শক্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিত অধ্যাত্মযোগনিরত কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমারে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গৌতম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদিসমুদায়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই রূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমারে জ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষ

বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমারে যাহা আদেশ করিবে আমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর! তুমি এই যে আমার দশমবর্ষবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটীরে গ্রহণ করিয়াছ, ইহারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জ্জনকাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তীব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহারে প্রত্যর্পণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! দেখ, তোমার কৃতকপুত্র করিশাবক তোমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাশিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহারে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।

গৌতম কহিলেন, ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটীরে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত

হইলাম, এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতক-পুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোকসমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য যেরূপ তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশ-নের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোকলাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে

এইদুর্লভ লোক লাভ করিলে; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার একরাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চ রাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশ বার একাদশরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ বার এক লক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং সুবর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র ও সুবর্ণাভরণবিভূষিত ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐযজ্ঞে আমি শত প্রভূত দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি। আমি এক এক বার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক দেশোদ্ভব হেমমালাবিভূষিত শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ দশটী বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি সুবর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎকায় হস্তী, সুবর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ

করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিরে পরাজয় করিয়া আটটী রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার নানালঙ্কার বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্‌যত হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশ সহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। এক বার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুই বার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শ বার আকরিণ যজ্ঞ ও অনেক বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজন বিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পরায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই। ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটী সর্ব্বমেধ, সাতটী নরমেধ

ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সহস্র মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোক লাভ হউক' বলিয়া আমারে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশন ব্রতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকলেরই অন্ন বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহারে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্র পরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার, ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্য-

বাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন সময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহারে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোম কূপ থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জল দান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে। একাকী, শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ব্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরে পথ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে

গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহারে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহারে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে।

পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত। মল মূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজন কালে পাদ প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিল প্রক্ষালিত এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শস্কুলী ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না ; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না। যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরও শয়ান থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না। মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীরে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক

সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও একাকী অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়মস্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানানন্তর গাত্র-মর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্যসেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ং গলদেশ হইতে মাল্য অবতরণ ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্য ধারণ করিবে না। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপ-কথন করাও কর্ত্তব্য নহে। ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অক-র্ত্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিনবার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিনবার জলপান ও দুইবার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রস্থ সমুদায় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি দীর্ঘায়ু, যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি যশস্বী, যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি ধনবান ও যিনি উত্ত-রাস্য হইয়া ভোজন করেন তিনি সত্যবাদী হন। ভোজনের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিলপ্রোক্ষিত করিবে। তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত জল

স্পর্শ করা অবিধেয়। শান্তিহোম ও সাবিত্রীজপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু উপবেশন বা শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃ-পদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, তত-ক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব আগন্তুক বৃদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন, ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বাত্যা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে ; অতএব অনধ্যায়ে বেদাধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে এবং পথিমধ্যে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে ; অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উহাঁদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজ দ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হন ; অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হন, তথাপি তাঁহারে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা

গুরুনিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়। বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালণ ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্লমাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের মাল্য ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা উচিত। কাঞ্চননির্ম্মিত মালা ধারণ করা কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিরে আর্দ্র বর্ণক দান করা আবশ্যক। বিপরীত ভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান্‌দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয়, সমুদায় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজস্বলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি প্রদান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যে সমুদায় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত। দৃষ্ট লবণ এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে এক বার ও রজনীযোগে একবার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্ন পান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত। সুহৃদ্বর্গকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদায় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিত মনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ। ভোজনের পর এক হস্ত দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিত চিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করা যায়। জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়; কিন্তু আর্দ্র হস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত

হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ করা দূরে থাক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্তদূষণীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমুদায়ে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিন বার আচমন ও দুই বার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় স্থান স্পর্শ ও তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতা লাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়িক ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোত, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে

পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তুভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহার সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালে ও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ। সৎকুলসম্ভূতা সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহারে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তি সম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আদ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিত চিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ গোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

পিঙ্গলবর্ণা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শ্বিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যারে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা প্রিয়দর্শনা মনোহারিণী কন্যারে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণ-বিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়! স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যারে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃ-ক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযত-ভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেব-গণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোনস্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানু-রোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা

মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিত চিত্তে প্রতি-পালন করা উচিত। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জন পরায়ণ তাঁহারে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবন চরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহারে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নান দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রী সংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যা সম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপর দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রী সংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও মিত্র-গণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিবে। ফলত আচার প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া

থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্ম প্রভাবেই আয়ু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমারে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুস্কর যশস্কর ও মঙ্গলজনক। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পা পূর্ব্বক বর্ণ সমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠভ্রাতা; অতএব গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্য বিশেষে তাঁহারে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে

দমন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহারে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বেতস পুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তিবিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃকধনের অংশ প্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাহারে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকাতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহারে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী

অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগের প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। জনক জননী অচিরস্থায়ী শরীর নির্ম্মাণের হেতুমাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন তাঁহারে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যারে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাস পরায়ণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ব্রতাদি নিয়ম প্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে। কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদ্গতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিরূপ কার্য্য প্রভাবে সে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়; কি রূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য এবং কোন রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমারে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ এই-রূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উহাঁদিগের নিতান্ত অনুচিত। উহাঁরা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উহা-দিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠি ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না। দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সৎকুল সম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্ব্যাধি ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ লাভ হয় এবং তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হন। যিনি পৌষমাস একাহার দ্বারা অতি-বাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাস একা-

হার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন তিনি জাতিগণ-মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্র যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতি-বাহিত করেন তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিক্রম করেন তিনি শূর বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন। এই আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম;

যিনি পক্ষান্তরে অন্ন ভোজন করেন তিনি গো সম্পন্ন বহুপুত্র যুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধি-পত্য লাভ হয়। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি

কেবল দিবসে একবার ও রজনী যোগে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসানিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়; তিনি নৃত্য গীত নিনাদিত স্ত্রী সহস্র সঙ্কুল অপ্সরো লোকে রজোগুণ শূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মলোক বাসকাল অতীত হইলে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া থাকেন তাঁহার অচিরাৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্বৎসর কাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি এক বৎসরকাল পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সম্বৎসর কাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি একবৎসর কাল পক্ষান্তে আহার করেন তাঁহার ছয় মাস অনশনের

তুল্য ফল লাভ হয় এবং তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসর কাল মাসে মাসে সলিল মাত্র পান করেন তাঁহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। একমাসের অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া অকাতরে এই সমুদায় উপবাস করেন, তাঁহার পদে পদে যজ্ঞ ফল লাভ হয়; তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহুসংখ্য অপ্সরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদায় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংসসংযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুর শব্দে তাঁহারে জাগরিত করে। স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলাধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতীকার বিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধ সেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে সুবর্ণবর্ণ স্ত্রীশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত, বিশুদ্ধচিত্ত, স্বস্থ, সফলকাম ও পাপহীন হইয়া যার পর নাই সুখ লাভে সমর্থ হন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গ বাস

হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ বৈদুর্য্যমুক্তাখচিত বীণামুরজ-নিনাদিত পতাকাপরিশোভিত দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ, এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গ লাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষি-গণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধিপাঠ শ্রবণ করেন, তাঁহার সমু-দায় পাপ নাশ হয়; তাঁহার মন কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি লাভ হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তি-দিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র

ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠানে নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে এক বার ও রজনীযোগে এক বারমাত্র ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না। তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয়, এবং তিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত দেবাঙ্গনাগণপরিপূর্ণ ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক

বৎসর কাল দুই দিন উপবেশনের পর তৃতীয় দিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল-লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি লোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরা-দিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একবৎসর কাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন; তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতি-নিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভপরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত, ও হিংসা দ্বেষাদি পাপবিবর্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চম-দিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতি দিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকাল-স্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে একবার মাত্র আহার প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম. অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিনশত কোটি,

পঞ্চাশৎ অযুত এবং একশত ভল্লুক চর্ম্মে যে পরিমাণে লোম থাকে তাবৎ সংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত ও তাহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগ্‌যত ব্রহ্মচারী এবং স্রক, চন্দন ও মধু মাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবকন্যাগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টমদিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীক সমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমালাসমলঙ্কৃত রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটি এক লক্ষ ও অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরম সুখে বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবৎসর দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও

প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপল সদৃশ স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র মণিমালাসমলঙ্কৃত, শঙ্খ নিনাদনিনাদিত, হংসসারসযুক্ত দিব্যবিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি এক বৎসরকাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্থ দেবদেব মহা- দেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্ব- মেধ যজ্ঞের ফল লাভহয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমু- জ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত, হংসময়ূর চক্রবাক পরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষ সমাকীর্ণ ব্রহ্মলো- কস্থ দিব্যধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্ত নামক যজ্ঞফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণ সমাকীর্ণ নানারত্ন বিভূষিত সুবর্ণময় দিব্য

বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্র সমুদায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করেন। যে ব্যক্তি একবৎসর ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা মার্জ্জিতকেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেবনারীদিগের কলহংস রব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হন। যে ব্যক্তি একবৎসর চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত দিব্যাভরণভূষিত দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ একস্তম্ভ চতুর্দ্বার সপ্তবেদি সমন্বিত সহস্র পতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই সুবর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়্গী ও কুঞ্জরগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর ষোড়শদিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন! যে ব্যক্তি ষোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্তদশ দিবসে

ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোকলাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুব নামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যত কাল গগনমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, ততকাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণ ভূষিত দেবকুমারীদিগের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল সপ্তদশদিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধারস পান করিয়া সহস্র কল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বন্দিঘোষ নিনাদিত অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া ক্লেশপরিশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক দশকোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরমসুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি মাংসপরিত্যাগী ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসর কাল ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাতদিবস দিবস ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবিস্তীর্ণ

আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কাঞ্চনময় দিব্য বিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসাপরিশূন্য, সত্যবাদী ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসর কাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশতি দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরম সুখে সুধাভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে এক বারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকেগমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশ দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণ পূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্যলোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল

চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীর-নিঃস্বন কাঞ্চনময় দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত বিবিধ রত্ন সমলঙ্কৃত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তমরুত ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিসহস্রযুগ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতিদিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার সূর্য্যসদৃশ তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক অযুতশত কল্প নিবিড়নিতম্বিনী দিব্যাভরণভূষিতা পীনপয়োধর-

শালিনী কামিনী কুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর কাল অষ্টা-বিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনবিংশ দিবসে একবার-মাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্ম ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোক লাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মনো-হারিণী কামিনীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতিমনো-হর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্য-বস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন। তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্র-কন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরাদিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ, বামভাগে মেঘ-সদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর এক-ত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে

আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যে রূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদ সংযুক্ত, মানস তীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃংশসতা, ইন্দ্রিয়দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন অহঙ্কার শূন্য তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা

বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহারে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদি স্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত; গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদায় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান সমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন,

তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়া-হীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শারীর তীর্থ এই উভয়-বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমুদায় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পরম সুখ লাভ হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন; তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্রে

মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি আষাঢ় মাসেব দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভ হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি এই রূপে সংবৎসর কাল ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা

করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতিকাল মধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কি রূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া নক্ষত্র দ্বয় উরুযুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা নক্ষত্র দ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আদ্রা কেশ নিশ্চয়-রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহারে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে? কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয়। এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এই রূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৃহস্পতিরে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উহাঁর নিকটই এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। উহাঁর তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উনি ভিন্ন অন্যে কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদ্গণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন ধর্ম্মই আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকে গমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতী সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে

কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোন রূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটী জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে ধর্ম্ম কি রূপে তাঁহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ,

সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইহাঁরা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। জীব, ত্বক, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহারে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিত ভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয় লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম যে রূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে রূপে রেত উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রী পুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ব্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে রেতঃসম্ভূত স্থূল দেহের সহিত মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চ ভূত উহারে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই

উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চ ভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহারে ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ব্ভকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এই রূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারংবার সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীরেই জন্মাবধি স্বীয় ধর্ম্মা-ধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যক্‌যোনিদিগের বাসোপ-

যোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দানগ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমত পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি, তৎপরে সাত বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস যোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ যোনি প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমত পঞ্চদশ বৎসর কৃমি-যোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ-বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথ-মত তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে

প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহারে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করেন, সে দেহান্তে প্রথমত দশ মাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতারে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমত দশ বৎসর কচ্ছপ তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়; যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহারে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শত যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহ ত্যাগের পর প্রথমত আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারিমাস মৃগ, পরে একবৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া

পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যেব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম, ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথম মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহারে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে, তাহারে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহারে প্রথমত পাঁচ বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্নউৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমত এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যারে অন্য পাত্রে দান

করিতে অভিলাষ করে, তাহারে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপ-ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহারে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎ-কাল কুক্কুটযোনি ও এক মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর বক-যোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে তাহারে প্রথমত কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুর যোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহারে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয় গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহারে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমত কৃমিযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এই রূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্য্যক্-

যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখ-ভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাস হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারীত, রৌপ্যপাত্র অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণ পাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌশেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কৃকর পক্ষী, কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্ত্তক পক্ষী, বিচিত্র বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরি যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িক যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহারে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত

হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহারে ব্যাঘ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এই রূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যম-লোকে গমন পূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরক-ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজন দ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্য পরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপ ক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যূহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে সে দেহান্তে মৎস্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ু হয়।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভ মোহ প্রযুক্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখ দুঃখ যুক্ত ও ব্যাধিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণাপ্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটী পাপ কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তরে শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায় তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক

পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে, আর যাঁহারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযম পূর্ব্বক অনুতাপিত হন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মন যেপরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বে তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্ রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচরণ করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্ন দান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহারাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায় নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করান,

তাঁহারে কখনই তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপ-নিরত ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহারে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্ন-দাতারে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতারেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানু-সারে অন্ন উপার্জ্জন, সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহারে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষসুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্ কীর্ত্তিমান ও ধনবান্ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীরেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহারেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগা-

ভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের-প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলত যাহা আপনার প্রতি-কূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়-কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অব-গত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধূপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণা-নুসারে অহিংসা ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কি রূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ,

মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম্ম আর আস্পদলাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহারে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংসভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংস-ভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষ-ণের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহ-প্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তা-নোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত

হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত, অসংকল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ নাই। ফলত মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্ব্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান পূর্ব্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার অহিংসারে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংসপ্রদান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কি রূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশুবিনাশ, অন্য কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগ-রূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করেন, তাঁহারে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তু-গণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্র কি? মাংস-ভোজন পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অত-এব অহিংসারেই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধ ভিন্ন তৃণকাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃত-ভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনারে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনারে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদি-গকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে কোন কালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি, বা সর্প-প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্ব-দাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া

নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশীগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্য লাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশত মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগকেই যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংসভোজন করে, তাহারে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুরে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহারে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা

এই রূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহারেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহারে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়; ভোক্তারে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমত মাংস ভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাতন প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা

মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিস্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পূর্ব্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধজন্য তাঁহারে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে

মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি, বল ও যশ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস মাংস ভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিক মাস বা কার্ত্তিক মাসের একপক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনুরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিশ্বক্সেন, শশবিন্দু ,যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ. মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্বনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব, ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্ত্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধুমাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহা-

দিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসাধর্ম্ম প্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; বিবিধ অপূপ শাক ও খণ্ডপ্রস্তুত নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মন মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক নহে। স্বভাবত দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার

পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশয় নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রিয়প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়। অতএব উহা ভক্ষণ করা নিঘৃর্ণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগেরা আমারে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি

দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসারেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অত-এব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি-বেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপ-স্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন সকল অবস্থাতেই তাঁহারে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহারে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণ-দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমত কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যক্-জাতির গর্ব্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া

থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহারে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহারে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যত অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম; ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাসকীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বজন্তুর ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তোমারে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি; অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথীর কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। ইহলোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহারে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের সম্যক্ রূপে আস্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখ-ভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণ সক-লেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং স্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধউপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণা-পন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদাই আত্ম-কামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে

চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমারে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এই রূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভনিবন্ধনই একবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্ব লাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরায় ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যক্‌যোনি, কি মনুষ্য সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক, বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত

থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমারে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শকট তথায় সমুপ-স্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমু-দায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া-ছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবল-পরাক্রান্ত কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতি-দিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনী শেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তবপাঠ করিয়া থাকে। হে ভগ-

বন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনারে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্য বিন্যাস দ্বারা আমারে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপের ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক

ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে। আজি আমি ধর্ম্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ

পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটীর মধ্যে কোনটী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মৈত্রেয়-বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারানসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসনপরিগ্রহ করিলে মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনারে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আহ্লাদিত চিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে

আপনারে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনারে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিকবিভিন্নতা নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়; তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবেবিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমারে এই উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোক সমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমারে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকা লেপন প্রভৃতি সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদায় অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ

প্রাণদাতা ; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দর রূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি ও অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান হন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্য হরণাদি পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্য বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্য লাভে অধি-

কারী হইয়াছ; অতএব পরমাহ্লাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান ও তপঃ-পরায়ণ। আপনি যে দানসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি সদাশয় ও পবিত্র স্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনারে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমা-দিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ দৃষ্টি নিপ-তিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফলনিবন্ধন সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, দেবজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমু-দ্ভূত তাঁহারেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্ম-ণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবানদিগের আরাধ্য

আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফললাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্ম লাভ হয় না প্রত্যুত উহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উহাঁরা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গ্রহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমারে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলত তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গ লাভ করা যায়। তপ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হয়। মনুষ্য যা কিছু অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদায়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদায়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্য নিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি

সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান, আর তপস্বী যেরূপ হউক না কেন, তাঁহারেও চক্ষুষ্মান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠান-তৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফল লাভ হয়; জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোক লাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সৎবংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি তোমারে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যে উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতে আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেই রূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না।